৫১০৪৪

জুলাই ২০২৬, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ আশিকুর রহমান ১৪ জুন ২০২৬ তারিখে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। পদোন্নতিপূর্বক তাকে প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১-এ সংযুক্ত করা হয়।

মোহাম্মদ আশিকুর রহমান ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে তার কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং সুপারভিশন, সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেনদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি), ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (SME) বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসে দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এলায়েন্স ফর ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (AFI) এর জেন্ডার ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স কমিটিতে তিনি জুন ২০২৩-সেপ্টেম্বর ২০২৪ মেয়াদে 'ভাইস চেয়ার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া, তিনি 'দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ' (IBB) হতে ডিএআইবিবি (DAIBB) এবং 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট' (BIBM) থেকে কম্পিউটার এপ্লিকেশন্স বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।

পেশাগত দায়িত্ব পালন ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সভা, সেমিনারে অংশ নেন। মোহাম্মদ আশিকুর রহমান নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার পলাশতলী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুই পুত্র সন্তানের জনক।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. ইমাম আবু সাঈদ ২৩ জুন ২০২৬ তারিখে নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, চিফ ইকোনমিস্টস ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি এবং গবেষণা বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে ১৯৯৪ সালে সহকারী পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে যোগদান করেন।

এর পূর্বে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে ১৯৯৩ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র হতে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তার আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৫ (স্বর্ণপদক) লাভ করেন। এছাড়া, তিনি Bayesian VAR সম্পর্কিত আর্টিকেল এবং পিএইচডি থিসিস Monetary Policy of Bangladesh Bank and National Financial Transactions শীর্ষক বইয়ের লেখক। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাগত ডিগ্রিধারীদের সংগঠন American Alumni Association (AAA) এর আজীবন সদস্য।

তার মরহুম পিতা মোঃ হাবিবুর রহমান মহকুমা প্রশাসক, জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন
- **সম্পাদক ও প্রকাশক**
  সাঈদা খানম
- **বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য**
  মহুয়া মহসীন
  আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
- **প্রচ্ছদ**
  তারিক আজিজ

পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক আবেদা রহিম ১৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। আবেদা রহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেল, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট, আইপিএফএফ-২ প্রজেক্ট সেল ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, উত্তম কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড, ২০১২ লাভ করেন।

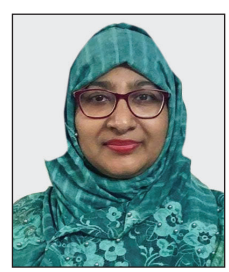

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক জেবুন্নেছা করিমা ১৯ জুলাই ২০২৬ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। জেবুন্নেছা করিমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি Asian Institute of Technology (AIT), Thailand থেকে ২০১২ সালে Professional Masters in Banking and Finance (PMBF) সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। প্রায় ২৩ বছরের কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, গভর্নর সচিবালয়, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এবং ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি প্রেষণে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিতেও কর্মরত ছিলেন।

দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার ওলানকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান।

বাংলা কিউআর রিলস মেকিং কম্পিটিশনের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন

বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত বাংলা কিউআর রিলস মেকিং কম্পিটিশনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০ জুলাই ২০২৬ তারিখ প্রধান কার্যালয়ের কাজেমী সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী দশজনকে পুরস্কৃত করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, ড. মোঃ কবির আহাম্মদ, মোঃ আনিছুর রহমান এবং বিএফআইইউ প্রধান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র, সহকারী মুখপাত্র, পিএসডি ও ডিসিপির নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা এবং পুরস্কার বিজয়ীরা।

অনুষ্ঠানে গভর্নর বিজয়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পুরস্কার পাওয়া সবসময়ই আনন্দের। বাংলা কিউআর এর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা তাদের গর্বিত করবে এবং ভবিষ্যতে এই সংক্রান্ত কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে অনুপ্রাণিত করবে। গভর্নর বলেন, ১ জুলাই, ২০২৬ থেকে লেনদেনে বাংলা কিউআর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন গ্রাহকদের নগদ টাকা বহনের ঝুঁকি কমবে, অন্যদিকে লেনদেন সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ হবে এবং জাল টাকা ও ছেঁড়া-ফাটা নোটের ভোগান্তি থেকে জনসাধারণ মুক্তি পাবে। তাছাড়া, লেনদেন রেকর্ডেড থাকবে বিধায় তা সন্ত্রাস-চাঁদামুক্ত দেশ গড়তে সহায়তা করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিশ্ব এখন আর্থিক লেনেদেনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, আমরা বাংলা কিউআর দিয়ে শুরু করছি, ভবিষ্যতে লেনদেনে দেশ আরও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করবে বলে আমরা আশাবাদী। সকল ব্যাংক ও এমএফএস কর্তৃক গ্রাহকদের বাংলা কিউআর ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা রয়েছে বলেও গভর্নর উল্লেখ করেন। এ সময় গভর্নর বাংলা কিউআর এ লেনদেন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। বাংলা কিউআর এ লেনদেনের ক্ষেত্রে মার্চেন্ট কমিশন কমানো বা বাদ দেয়া যায় কি না এমন প্রশ্নের জবাবে বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে বলে তিনি জানান।

বিভিন্ন ব্যাংক বা এমএফএস কর্তৃক বাংলা কিউআর এ লেনদেন নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বা বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে গভর্নর সকল প্রতিষ্ঠানকে আইন ও নির্দেশনা মেনে চলতে হবে বলে উল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে লিখিত অভিযোগ প্রদানের পরামর্শ দেন।

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলা কিউআর এর পাশাপাশি ক্যাশলেস বাংলাদেশ গঠনে প্রতিযোগীরা স্ব স্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখবেন। এই বিষয়ে রিলসের মতো বিভিন্ন সময়োপযোগী কনটেন্ট তৈরি ও প্রচারণা চলমান থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৬ জুন ২০২৬ তারিখ থেকে ২৫ জুন ২০২৬ তারিখের মধ্যে বাংলা কিউআর বিষয়ে রিলস্/ভিডিও তৈরি করে প্রতিযোগিতায় জমা দেয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত কনটেন্টসমূহ পর্যালোচনাশেষে কমিটি সেরা দশটি রিলস্/ভিডিও নির্বাচন করা হয়। প্রতিযোগিতায় মাসুদ রানা কর্তৃক প্রদত্ত রিলস্/ভিডিও ১ম স্থান অর্জন করে। ফারদিন ইসলাম রবিন কর্তৃক প্রেরিত ভিডিও/রিলস্ ২য় স্থান এবং মোহাম্মদ রুবেল কর্তৃক প্রেরিত রিলস্/ভিডিও ৩য় স্থান অর্জন করে।

এছাড়া, তুষার কান্তি রায়, রবিন ইসলাম, মোঃ ইব্রাহিম আলী, এস. এন. মোদাব্বির মুর্শিদ, নুর উদ্দীন মোহাম্মদ, শামীম শাহরিয়ার ও রিনি আক্তারসহ আরও সাতজন প্রতিযোগীর ভিডিও/রিলস্ তথ্য সমৃদ্ধ ও মানসম্মত হওয়ায় তাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়।

উপহার হিসেবে প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অর্জনকারীকে ৫০,০০০, ২য় স্থান অর্জনকারীকে ৩০,০০০, ৩য় স্থান অর্জনকারীকে ২০,০০০ এবং চতুর্থ থেকে দশম স্থান অর্জনকারী সাতজনের প্রত্যেককে ৫,০০০ মূল্যের প্রাইজবন্ড প্রদান করা হয়। প্রাইজবন্ডের পাশাপাশি প্রত্যেক বিজয়ীকে সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্য হতে বক্তব্য রাখেন ফারদিন ইসলাম রবিন, মোহাম্মদ রুবেল, মোঃ

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ডিসিপির উপপরিচালক কম্পিটিশন বিষয়ে প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন

ইব্রাহিম আলী এবং তুষার কান্তি রায়। ফারদিন ইসলাম রবিন দেশের ফ্রিল্যান্সারদের জন্য পেমেন্ট সিস্টেম সহজীকরণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি কামনা করেন যা দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। মোহাম্মদ রুবেল দেশের চর-দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের জন্য লেনদেন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং ক্ষেত্রবিশেষ লেনদেন চার্জ কমানোর পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ করেন। মোঃ ইব্রাহিম আলী বাংলা কিউআর সর্বস্তরে প্রচলনের জন্য বিভিন্ন সক্রিয় প্রচারণার বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান বিজয়ী তিনজন প্রতিযোগীকে সার্টিফিকেট প্রদান করেন

নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও অন্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট (এনএইউ) এর উদ্যোগে ৪ জুলাই ২০২৬ তারিখ পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের মিলনায়তনে আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত নারীদের বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং আর্থিক পরিষেবার আওতায় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে এনএইউ এর পরিচালক শায়েমা ইসলামের সভাপতিত্বে নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন। এনএইউ এর অতিরিক্ত পরিচালক শাহানা ফেরদৌসীর সঞ্চালনায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক কুন্তলা চৌধুরী ও মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর যুগ্মপরিচালক প্রদীপ কুমার ঘোষ এবং আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন। বক্তারা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রান্তিক নারীদের আর্থিক সেবার বর্তমান চিত্র, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা এবং তা উত্তরণের উপায় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এছাড়া বক্তারা নারীদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা, ডিজিটাল আর্থিক সেবা, বাংলা কিউআর ও ই-কমার্সের সুযোগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। পাশাপাশি আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং নারীবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে আর্থিক সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

কর্মশালার বিভিন্ন সেশনে আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত নারী উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কর্মশালা প্রাঙ্গণে ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রোভাইডার (এমএফএসপি) ও ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার আর্থিক পরিষেবা বুথ স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ, ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, এমএফএসপি, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার প্রতিনিধি এবং আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত নারীসহ মোট ১২০ জন এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকে ডেপুটি গভর্নর হিসেবে যোগদান

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে মোঃ সরোয়ার হোসেন ২ জুলাই ২০২৬ তারিখে যোগদান করেন। ডেপুটি গভর্নর পদে নিয়োগের আগে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি পরিচালক হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেন। কর্মজীবনে তিনি ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন্সপেকশন এন্ড ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট এবং বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের আগে তিনি সাধারণ বীমা করপোরেশন ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেডে কর্মরত ছিলেন। তিনি বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে প্রভাষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ সরোয়ার হোসেন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর তীব্র চাপের প্রেক্ষাপটে ২০২২ সালের জুলাই মাসে গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের আমদানি মূল্য পর্যবেক্ষণ দলের টিম লিডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার নেতৃত্বে আমদানি মূল্য পরিশোধে শৃঙ্খলা জোরদার এবং অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে অর্থ পাচার বা ওভার-ইনভয়েসিং প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট এবং বাফেদাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অতিথি শিক্ষক ও রিসোর্স পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল অব ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট থেকে সার্টিফায়েড এক্সপার্ট ইন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (সিইআরএম) সনদ অর্জন করেন। এছাড়া, তিনি দ্য ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশের ডিপ্লোমেড অ্যাসোসিয়েট।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও দেশের আর্থিক খাতে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

দাপ্তরিক প্রয়োজনে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সভা ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলায়। তিনি এক কন্যা ও দুই পুত্র সন্তানের জনক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে মোঃ আনিছুর রহমান ৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি প্রধান কার্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোতে (সিআইবি) দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তৎকালীন বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্টে (বিওআই) যা বর্তমানে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) নামে পরিচিত, প্রেষণে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে তিনি বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, নীতিগত সমন্বয় এবং দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

মোঃ আনিছুর রহমান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত দক্ষতা, নিষ্ঠা ও অনুকরণীয় সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৯ সালে মর্যাদাপূর্ণ বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ডে রৌপ্যপদক লাভ করেন।

ডেপুটি গভর্নর পদে নিয়োগের আগে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) এবং এর আগে পরিসংখ্যান বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, তথ্যনির্ভর নীতিমালা প্রণয়ন এবং দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা ও সহনশীলতা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সেমিনার, সম্মেলন ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের (জেইউডিএসএএ) আজীবন সদস্য এবং টানা দ্বিতীয় মেয়াদে সংগঠনটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ডেপুটি গভর্নরের বিদায় সংবর্ধনা

অফিসার্স কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, ঢাকা কর্তৃক ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারের বিদায় সংবর্ধনা ১ জুলাই ২০২৬ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ এবং হেড অব বিএফআইইউ ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন। নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ছাড়াও বিদায়ী অতিথির পরিবারের সদস্যবৃন্দও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সভাপতি (চলতি দায়িত্ব) তানভীর আহমেদ। কাউন্সিলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ তৌফিকুর রহমান খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ঈমাম হাফেজ আব্দুলাহ আল মামুন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, ঢাকার সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা (শ্রাবণ)। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথির কর্মময় জীবনের উপর আলোকপাত করে কাউন্সিলের সদস্যদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ সাহেদুল হাসান। ডেপুটি গভর্নর ড. হাবিবুর রহমান ও ড. মোঃ কবির আহাম্মদ বিদায়ী অতিথিকে নিয়ে স্মৃতিচারণ মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদার ও মোঃ আশ্রাফুল আলম বিদায়ী অতিথির কর্মময় জীবনের উপর স্মৃতিচারণ করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পরিচালক শায়েমা ইসলাম, নওশাদ মোস্তাফা ও মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী। বিদায়ী অতিথিকে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ক্রেস্ট ও শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন। বিদায়ী ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বাংলাদেশ ব্যাংক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং নিজের ও পরিবারের জন্য দোয়া কামনা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি তানভীর আহমেদ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিসের উর্ধ্বতন নারী কর্মকর্তারা (নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক) ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করেন

গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমানের সাথে চীনের একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোঃ সরোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন

বিএফআইইউ এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ প্রকাশ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ প্রকাশ ও এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণে প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার প্রতিনিধিগণের সাথে ১৫ জুলাই ২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নির্বাহী পরিচালক ও বিএফআইইউ এর উপ-প্রধান ইমতিয়াজ আহমদ মাসুম, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশনস এন্ড পাবলিকেশন্সের পরিচালক, বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার প্রতিনিধি এবং বিএফআইইউ এর পরিচালকগণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএফআইইউ এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ প্রকাশ উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন

মতবিনিময় সভায় বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা বলেন, বিএফআইইউ প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ বছরের প্রতিবেদনে পূর্বের বছরের ন্যায় বিভিন্ন তথ্যের পাশাপাশি একাধিক বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সভায় বিএফআইইউ প্রতিনিধি অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মশিউর রহমান বার্ষিক প্রতিবেদনের বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে বিএফআইইউতে দাখিলকৃত বিভিন্ন রিপোর্টের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহ বিএফআইইউ বরাবর সর্বমোট ৩০,১৯৯টি সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন (এসটিআর/এসএআর) দাখিল করেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৭৪% বেশি। এছাড়া, বিএফআইইউ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৯৯টি আর্থিক গোয়েন্দা প্রতিবেদন বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থায় প্রেরণ করে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪২.৭১% বেশি। অধিকন্তু, বিএফআইইউ একই অর্থবছরে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সরকারি অন্যান্য সংস্থার সাথে ১,৩২৯টি তথ্য বিনিময় করেছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি।

উপস্থাপনা শেষে মিডিয়ার প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বে বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও বিএফআইইউ এর উপ-প্রধান ইমতিয়াজ আহমদ মাসুম গণমাধ্যম প্রতিনিধিগণের সাথে বিএফআইইউ এর কার্যক্রম, বিদেশে অর্থ পাচার ও পুনরুদ্ধার এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

খুলনা অফিস

বাংলা কিউআর বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্ল্যাকার্ড হাতে নির্বাহী পরিচালক শামসুল আরেফীন ও অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলা কিউআর ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিটের উদ্যোগে ৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের সভাকক্ষে Bangla QR ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তার অংশগ্রহণে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পরিচালক মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শামসুল আরেফীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক এস. এম. কামালুজ্জামান কামাল ও পরিচালক, (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ আবুল বাশার সেক। কর্মশালায় তিনটি সেশনে অফিসের ৩০৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক বলেন, যত দ্রুত আমরা ক্যাশলেস পেমেন্ট সিস্টেমের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারব তত আমাদের জন্য সুবিধা হবে। নোট প্রিন্ট করতে প্রতিবছর যে টাকা খরচ হয় তা সাশ্রয় হবে; নোট ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং নোট বহনের ঝুঁকিও হ্রাস পাবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, গভর্নর ২০২৭ সালের মধ্যে Bangla QR ব্যবহার ৭০% এ উন্নীত করার যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। উল্লেখ্য, অফিসের নিচতলায় এবং সম্মেলন কক্ষের নির্ধারিত স্থানে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তায় দুটি Bangla QR Experience Centre স্থাপন করা হয়। প্রধান অতিথি Bangla QR Experience Centre উদ্বোধন করেন এবং ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ Bangla QR এ লেনদেন করে চা, কফি ও আইসক্রিম ক্রয় করেন।

রংপুর অফিস

বাংলা কিউআর ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক কর্মশালা

প্ল্যাকার্ড হাতে নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীনের সাথে অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বাংলা কিউআর সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এর ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৬ ও ৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে উদ্বুদ্ধকরণমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। রংপুর অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক ভূপতি কুমার রায়ের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ দেওয়ান সিরাজ।

কর্মশালায় বাংলা কিউআর-এর কার্যপদ্ধতি, নিরাপদ ও তাৎক্ষণিক লেনদেনের সুবিধা, আন্তঃপরিচালনযোগ্য ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ব্যবহারিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে রংপুর অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ বাংলা কিউআর ব্যবহার করে সরাসরি পণ্যের মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক এই ক্যাশলেস পেমেন্ট সিস্টেমকে স্বাগত জানিয়ে বাংলা কিউআরে অভ্যস্ত হতে সকলকে আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম অফিস

বাংলা কিউআর এর উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংকের 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ' উদ্যোগ ত্বরান্বিত করা এবং সর্বজনীন ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের স্টাফ ক্যান্টিনে বাংলা কিউআর (Bangla QR) এর মাধ্যমে লেনদেন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়। ২০ জুলাই ২০২৬ স্টাফ ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক আয়োজনে চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে এই পেমেন্ট সেবার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালকবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক। এছাড়াও ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসির (DBBL)-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ ও ক্যাশলেস সমাজ বিনির্মাণে বাংলা কিউআর একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। নিজের কর্মক্ষেত্রে এ প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ডিজিটাল লেনদেনের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

বাংলা কিউআর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথি ও অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলা কিউআর মেলা

ক্যাশলেস লেনদেনে উৎসাহিতকরণ ও বাংলা কিউআর পেমেন্ট সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিস ও এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি যৌথভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে 'বাংলা কিউআর মেলা ২০২৬' আয়োজন করে। ২১ জুলাই ২০২৬ চট্টগ্রাম অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত মেলায় নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মেলায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনআরবিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. মো. তৌহিদুল আলম খান, এফসিএ-মএ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক স্বরূপ কুমার চৌধুরী, মাহবুবুল আলম, মোঃ নুরুল আলম, ইয়াসমিন রহমান বুলা, অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন চৌধুরী, এনআরবিসি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ বিজনেস অফিসার জনাব মোঃ শাহীন হাওলাদার উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় অংশ নেওয়া ক্ষুদ্র মার্চেন্টরা তাদের বিক্রির পেমেন্ট বাংলা কিউআরে গ্রহণ করেন। মেলা উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য উপস্থাপনকারী কর্মকর্তাগণ ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলা কিউআর কোড ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

নির্বাহী পরিচালক বাংলা কিউআর মেলার উদ্বোধন করেন

বদলি উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ আশিকুর রহমানের নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রাপ্তি এবং প্রধান কার্যালয়ে বদলি উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৫ জুন ২০২৬ তারিখে অফিসের কনফারেন্স রুমে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক স্বরূপ কুমার চৌধুরী, পরিচালক মোঃ নুরুল আলম ও ক্যাশ বিভাগের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নাছিমা খাতুন। নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া বদলিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালকের হাতে ক্রেস্ট এবং সকল সংগঠনের সভাপতি বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকের হাতে উপহার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, চট্টগ্রামের সভাপতি ও অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল হায়দার।

বদলিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালককে অফিসের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়

খুলনা অফিস

যোগদান উপলক্ষে বরণ সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক শামসুল আরেফীনের বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে যোগদান উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৪ জুন ২০২৬ তারিখে খুলনা অফিসের সভাকক্ষে একটি বরণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান ও বরণীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক শামসুল আরেফীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক এস. এম. কামালুজ্জামান কামাল, পরিচালক মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যা ও পরিচালক (ক্যাশ) (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ আবুল বাশার সেক। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন কাজী মাসুম পারভেজ, অতিরিক্ত পরিচালক। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালককে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

প্রধান অতিথিকে অফিসের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের সভাকক্ষে ২১ জুন ২০২৬ তারিখ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক এস. এম. কামালুজ্জামান কামালের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক শামসুল আরেফীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যা।

কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কোম্পানি এবং মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সহায়তাকারী বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। কর্মশালার সেশনসমূহ পরিচালনা করেন খুলনা অফিসের রিসোর্স পার্সনগণ।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিবন্ধ ১০০০-১২০০, ভ্রমণ ১০০০-১২০০ ও গল্প ৭০০-১০০০ শব্দসীমার মধ্যে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা: aziza.begum@bb.org.bd

সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলা কিউআর দিয়ে পূর্বাচল, ঢাকার নীলা মার্কেটে কেনাকাটা করলেন গভর্নর

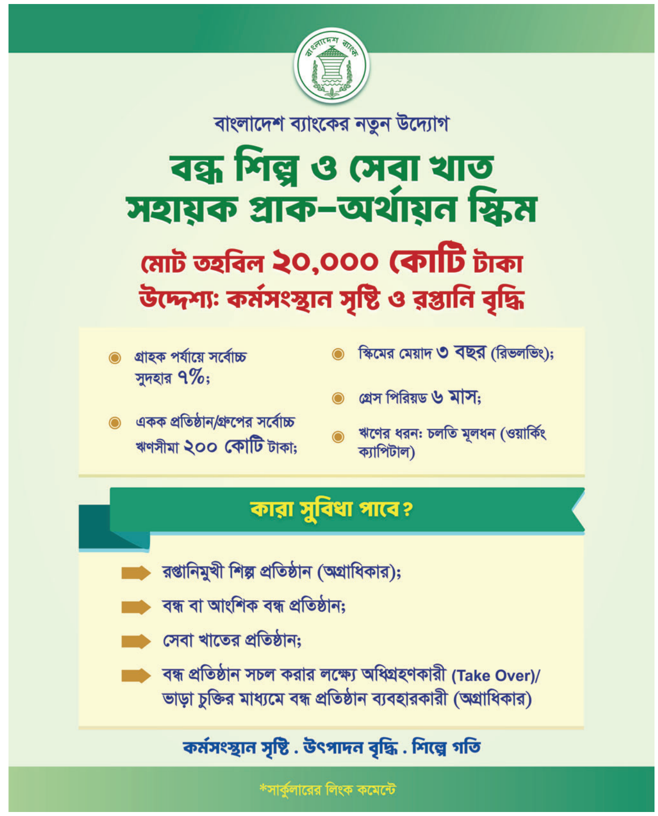

বাংলাদেশ ব্যাংক ফেসবুক পেইজে সাম্প্রতিক সার্কুলার নিয়ে পোস্ট

ভিডিওটি দেখতে স্ক্যান করুন

জাল নোট আর খুচরা টাকার ঝামেলা শেষ!
'Bangla QR'-এ যেভাবে বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ

ভিডিওটি দেখতে স্ক্যান করুন

আসল নোট চেনার উপায়

Youtube
চ্যানেলটি ভিজিট করতে স্ক্যান করুন

বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসিয়াল Facebook পেইজ এবং Youtube চ্যানেলসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সকল কার্যক্রম ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিসিপি) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলার, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, তথ্য, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অফিসিয়াল একাউন্টসমূহে আপলোড করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের Facebook পেইজ Like / Follow এবং Youtube চ্যানেল Subscribe করার জন্য ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

https://www.facebook.com/BangladeshBankOfficial এবং
https://www.youtube.com/@bangladeshbankofficial

এছাড়া, উক্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংশ্লিষ্ট প্রচারযোগ্য তথ্য ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সে প্রেরণের জন্য ব্যাংকের সকল বিভাগ ও অফিসসমূহকে অনুরোধ করা হলো।

অনুরোধক্রমে: ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিসিপি)

Facebook
পেইজটি ভিজিট করতে স্ক্যান করুন

শুরু হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক পডকাস্ট। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থব্যবস্থাকে গতিশীল রাখতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেয় সেসব বিষয় সহজে তুলে ধরাই এই পডকাস্টের উদ্দেশ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যকে এগিয়ে নিতে সম্প্রতি ৬০ হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। এরমধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে বন্ধ কারখানা চালু করতে। এ বিষয়টি নিয়ে পডকাস্টে আলোচনা করেন প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং রেগুলেশন্স এন্ড পলিসি ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক সালাউদ্দিন তপাদার। এ আয়োজনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের উপপরিচালক গোলাম রাব্বী। পডকাস্টের মূল আলোচনা পরিক্রমার পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশ ব্যাংক এই মুহূর্তে ৬০ হাজার কোটি টাকার এত বড় একটি কাউন্টার-সাইক্লিক্যাল (Counter-cyclical) প্রণোদনা প্যাকেজ কেন নিয়ে এলো? এর পেছনের মূল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট/কারণ কী? এতে কাদের লাভ হবে?

–আপনারা জানেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে দেশে একের পর এক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ হ্রাস পাওয়া, বেকারত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে দেশের অর্থনীতি ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। ভঙ্গুর অর্থনীতির সার্বিক পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্যেই এ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মোট ১৫টি স্কিম রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাত-উপখাতসমূহকে লক্ষ্য করে এ স্কিমগুলো গঠন করা হয়েছে। একদিকে যেমন শিল্প ও সেবা খাতের বন্ধ বা আংশিক বন্ধ প্রতিষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে অন্যদিক রপ্তানি বহুমুখীকরণ, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি গতিশীল করা, সৃজনশীল অর্থনীতির বিকাশ ও সর্বোপরি বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বহুমুখী বিষয় আলোচ্য প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আলোচ্য স্কিমগুলো চালু/প্রবর্তন করার মাধ্যমে বন্ধ বা আংশিক সচল থাকা বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের কারখানাগুলোকে পুনরায় চালু করার জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বা চলতি মূলধন সরবরাহ করাসহ রপ্তানিমুখী বিভিন্ন খাত, কৃষি, এসএমই, সৃজনশীল অর্থনীতি, পরিবেশবান্ধব প্রকল্প, স্টার্ট আপ ইত্যাদি খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে এ খাতগুলোকে উৎপাদন সক্ষম করে গড়ে তোলা হবে। এতে কারখানাগুলো যেমন সচল হবে, তেমনি কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে।

এবারের প্যাকেজের অর্থায়নের গঠনটাও একটু ভিন্ন। বলা হচ্ছে ৪১ হাজার কোটি টাকা আসবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অতিরিক্ত তারল্য থেকে এবং ১৯ হাজার কোটি টাকা দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই কাঠামোটি কীভাবে কাজ করবে?

–ফান্ডিংয়ের বিষয়টি ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রথমত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মানি সাপ্লাই বা মূল্যস্ফীতির উপরে যেন প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে। দ্বিতীয়ত, ব্যাংকিং খাতের অলস অর্থ যেন উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার হয় সে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়গুলো ভাবনায় রেখে প্যাকেজের আওতায় ১৫টি স্কিমের মধ্যে প্রথম পাঁচটি স্কিমের মোট ৪১ হাজার কোটি টাকার অর্থ সংস্থান করা হবে তফসিলি ব্যাংকগুলোর উদ্বৃত্ত তারল্য থেকে।

তহবিল হতে, ব্যাংকগুলোর চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের জন্য স্বল্প সুদ/মুনাফায় তাদের প্রাক-অর্থায়ন করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এখানে গ্রাহককে সরাসরি ঋণ দেবে না। ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহক যাচাই করে অর্থায়ন করবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সেই ফান্ডের জোগান নিশ্চিত করা হবে।

অবশিষ্ট দশটি স্কিমের মোট ১৯ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতিপূর্বে গঠিত পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন তহবিলের অব্যবহৃত অর্থ এবং ব্যাংকের সিএসআর তহবিল বা মুনাফার অর্থ হতে স্থানান্তরের মাধ্যমে সংস্থান করা হবে।

সুতরাং, প্যাকেজের অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন অর্থাৎ মানি প্রিন্টিংয়ের প্রয়োজন হবে না। ফলে, মানি সাপ্লাই বা মূল্যস্ফীতির উপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না।

এই প্যাকেজের সিংহভাগ, অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে বন্ধ ও আংশিক বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প ও সেবা খাতের কারখানা সচল করার জন্য। এই বিশেষ ২০ হাজার কোটি টাকার ফান্ডটি পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতিমালা বা গাইডলাইন কী?

–বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৈচিত্র্যের অন্যতম চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। মন্থর অর্থনীতি গতিশীল করার লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতি গঠনের মাধ্যমে দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বন্ধ শিল্প ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাত বিশেষ করে রপ্তানিমুখী খাতের সম্পূর্ণ বন্ধ কিন্তু পুনরায় চালু করতে সক্ষম এরূপ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আংশিক সচল কিন্তু পূর্ণ উৎপাদনে সক্ষম এরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্যাকেজের সবচেয়ে বড় অংশ অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি টাকার প্রাক-অর্থায়ন স্কিমটি গঠন করা হয়েছে।

২০ হাজার কোটি টাকার ফান্ডটি একটি আবর্তনযোগ্য স্কিম, যার মেয়াদ তিন বছর। আমাদের গাইডলাইন আনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইবাছাই করে ঋণ দেওয়া হবে। কোনো কারখানা কেন বন্ধ হলো বা কেন পূর্ণ ক্ষমতায় চলতে পারছে না, ব্যাংককে তার একটি 'Need Assessment' বা পুঙ্খানুপুঙ্খ কারণ বিশ্লেষণ করতে হবে। ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, ইউটিলিটির অভাব নাকি পুরোনো প্রযুক্তির কারণ– সেগুলো বের করে তা সমাধানের নিশ্চয়তা পেলেই কেবল ব্যাংক এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদান করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো হতে ঋণ বিতরণের পূর্বেই চাহিদা সংগ্রহ করবে এবং ব্যাংকভিত্তিক সীমা নির্ধারণ করে দিবে।

কোন কোন বন্ধ কারখানা বা প্রতিষ্ঠান এই ২০ হাজার কোটি টাকার সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে? রপ্তানিমুখী (যেমন- RMG, টেক্সটাইল) নাকি অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রতিষ্ঠান- কারা অগ্রাধিকার পাবে?

–এই স্কিমের আওতায় জাতীয় শিল্প নীতি অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো- যাদের সক্ষমতা আছে কিন্তু চলতি মূলধনের অভাবে বন্ধ বা আংশিক সচল কিংবা সচল কিন্তু প্রয়োজনীয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অভাবে Full capacity-তে উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে না এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলো এর আওতাভুক্ত হবে।

তবে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে, যেমনঃ

- রপ্তানিমুখী ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্রাধিকার পাবে।
- যদি কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠান বন্ধ কারখানা Take-over বা অধিগ্রহণ করে বা ভাড়া নেয়, তাহলে তারাও অগ্রাধিকার পাবে।

এবারের প্যাকেজে সুদের হিসাবটা সাধারণ মানুষের জন্য একটু জটিল মনে হতে পারে। বলা হচ্ছে ভিত্তি সুদহার ১০% এবং ব্যাংকগুলো আরও ৩% যোগ করতে পারবে (সর্বোচ্চ ১৩%)। কিন্তু গ্রাহক দেবে মাত্র ৭%, বাকি ৬% সরকার ভর্তুকি দেবে। এই সুদের হারের সহজ হিসাব এবং ভর্তুকির প্রক্রিয়াটি যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন?

–বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ৪% হারে এই ফান্ড সরবরাহ করবে। অন্যদিকে, গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৭%। এখানে গ্রাহকের জন্য স্বস্তির বিষয় হলো, ঋণ পাওয়ার প্রথম ছয় মাস একটি গ্রেস পিরিয়ড থাকবে। অর্থাৎ, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদ হিসাব করা হলেও, গ্রাহকের কাছ থেকে সুদ আদায় শুরু হবে ছয় মাস পার হওয়ার পর।

সরকারি ভর্তুকির সাথে গ্রাহক পর্যায়ে সুদ হারের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। আগেই বলেছি যে, ৬০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৪১ হাজার কোটি টাকা তফসিলি ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তারল্য হতে বাংলাদেশ ব্যাংক সংগ্রহ করবে। এক্ষেত্রে তহবিল প্রদানকারী ব্যাংকসমূহকে ১০% হারে সুদ/মুনাফা প্রদান করা হবে। উক্ত ১০% এর মধ্যে ৪% আসবে অর্থায়ন গ্রহণকারী ব্যাংক হতে আদায়কৃত সুদ/মুনাফা হতে এবং অবশিষ্ট ৬% সরকার জাতীয় বাজেট হতে ভর্তুকি হিসেবে দেবে। আমাদের প্রাক্কলিত হিসাবানুযায়ী জাতীয় বাজেট হতে ভর্তুকি বাবদ প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, এ স্কিমের আওতায় ঋণ গ্রহীতা সর্বোচ্চ ৭% হারে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। সুদ হার সম্পর্কিত অন্য বিষয়গুলোর সাথে গ্রাহকের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (CMSMEs): কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (CMSMES) জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা এবং কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি খাতের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ছোট উদ্যোক্তারা অনেক সময় ব্যাংকে গিয়ে প্রণোদনার লোন পান না বলে অভিযোগ করেন। এবার ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য লোন পাওয়া সহজ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ কোনো নির্দেশ দিয়েছে কি?

–২০ হাজার কোটি টাকার ফান্ডটি মূলত বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের জন্য তৈরি। তবে আমাদের সামষ্টিক পরিকল্পনায় কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই খাতগুলোর ফান্ডের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ আলাদা নীতিমালা দিয়ে থাকে, যেখানে ছোট উদ্যোক্তারা যেন সহজে তাদের নিকটস্থ ব্যাংক থেকে ঋণ পান, তার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশিকা থাকে।

> **৬০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৪১ হাজার কোটি টাকা তফসিলি ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তারল্য হতে বাংলাদেশ ব্যাংক সংগ্রহ করবে। এক্ষেত্রে তহবিল প্রদানকারী ব্যাংকসমূহকে ১০% হারে সুদ/মুনাফা প্রদান করা হবে**

আমরা সার্কুলারে দেখেছি এবার স্টার্টআপ (৫০০ কোটি), ক্রিয়েটিভ ইকোনমি বা ডিজিটাল মিডিয়া (৫০০ কোটি) এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের (১০০০ কোটি) জন্য ফান্ড রাখা হয়েছে। এই নতুন খাতের উদ্যোক্তারা কীভাবে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করবেন?

–স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবন ফান্ডের জন্য আমাদের আলাদা নীতিমালা রয়েছে, কারণ আমরা বিনিয়োগ-বান্ধব নীতি গ্রহণ করেছি। নতুন খাতের উদ্যোক্তাদের প্রতি পরামর্শ থাকবে, তারা যেন একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত বিজনেস প্ল্যান নিয়ে সরাসরি তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করেন।

একজন ব্যবসায়ী বা বন্ধ কারখানার মালিক যদি এই প্রণোদনা বা পুনঃঅর্থায়ন (Refinancing) সুবিধা নিতে চান, তবে তার প্রথম কাজ কী? তিনি কি সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে আসবেন, নাকি নিজের বাণিজ্যিক ব্যাংকে যোগাযোগ করবেন?

–গ্রাহকদের সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে আসার প্রয়োজন নেই। গ্রাহক যে ব্যাংক থেকে তার মূল প্রকল্প ঋণ অর্থাৎ Project Loan নিয়েছেন, তাকে সেই ব্যাংকেই আবেদন করতে হবে। ব্যাংক যাচাই-বাছাই করে তাদের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নেওয়ার পর প্রাক-অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-৩ এর কাছে আবেদন পাঠাবে।

এই লোন বা সুবিধা অনুমোদনের জন্য সাধারণ ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টের বাইরে বিশেষ কী কী প্রুফ বা ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে? (যেমন: কনফার্মড এক্সপোর্ট অর্ডার বা র-মেটেরিয়াল আমদানির এলসি ইত্যাদি)।

সাধারণ কাগজপত্রের বাইরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণপত্র লাগবে:

- প্রথমত, কারখানাটি বন্ধ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে ব্যাংকের তৈরি করা 'Need Assessment' রিপোর্ট।
- দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের (যেমন- এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ ইত্যাদি) প্রত্যয়নপত্র।
- তৃতীয়ত, গ্রাহকের হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট।
- চতুর্থত, গ্রাহককে একটি ঘোষণাপত্র দিতে হবে যে, এই স্কিমের আওতায় তার একক বা গ্রুপ ঋণের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেনি।

এর আগের প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর সময় কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছিল যে লোনের টাকা দিয়ে অনেকে পুরোনো লোন শোধ করেছেন বা শেয়ার বাজারে খাটান বলেও শোনা যায় অর্থাৎ যে জন্য নেন সেখানে কাজে লাগান না। এবার যেন টাকার কোনো নয়ছয় বা ফান্ড ডাইভারশন না হয়, সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটরিং মেকানিজম বা তদারকি কতটা কঠোর?

বাংলাদেশ ব্যাংক এবার তদারকির ক্ষেত্রে জিরো-টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। ফান্ডের অর্থের সদ্ব্যবহার ও যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করার জন্য যে যে বিষয়সমূহ আমাদের নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা হলোঃ

ঋণগ্রহীতা যে ব্যাংক হতে প্রকল্প ঋণ গ্রহণ করছেন সে ব্যাংক হতে এ স্কিমের আওতায় ঋণ গ্রহণ করতে হবে এবং গ্রাহকের Escrow Account অথবা Revenue Account (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) এর মাধ্যমে এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের লেনদেন সম্পাদন করতে হবে। ফলে, ঋণের অর্থ অপব্যবহার করার প্রবণতা হ্রাস পাবে। আর অপব্যবহার করলেও তা সহজে শনাক্ত করা যাবে।

- তাছাড়া এই ঋণের টাকা দিয়ে কোনোভাবেই বিদ্যমান পুরোনো ঋণ হিসাব সমন্বয় বা পরিশোধ করা যাবে না।
- গ্রাহক এর আগে অর্থপাচার, জালিয়াতি বা ফান্ডের অপব্যবহার করেছে কি-না, তা ব্যাংককে ঋণ মঞ্জুরির পুর্বেই নিশ্চিত হতে হবে।
- প্রদত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যাংক চাইলে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে নিজেদের একজন প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষক নিয়োজিত করতে পারবে।
- অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকও যেকোনো সময় সরেজমিনে পরিদর্শন করবে। যদি ফান্ডের অপব্যবহার প্রমাণিত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে গ্রাহককে প্রদত্ত সুদের হারের সাথে অতিরিক্ত ২% দণ্ডসুদসহ পুরো টাকা এককালীন কেটে নেওয়া হবে।

বন্ধ কারখানা চালু করতে ২০ হাজার কোটি টাকার সহায়তা

ভিডিওটি দেখতে
স্ক্যান করুন

ঋণের একটি বড় অংশ শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতনভাতা পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হবে। বন্ধ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন প্রকৃতই উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে কি-না সে বিষয়টি কিভাবে নিশ্চিত হবে?

বন্ধ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন প্রকৃতই উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিশোধ নিশ্চিতকল্পে যে নির্দেশনা দিয়েছে তা হলোঃ

- শ্রমিক/কর্মচারীর বেতন বা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে তফসিলি ব্যাংকগুলো সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যাংক হিসাবে (Mobile Financial System-MFS হিসাবসহ) সরাসরি অর্থ প্রদান করবে। কোনো প্রকার নগদ (Cash) লেনদেন করা যাবে না এবং শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যাংক হিসাব (MFS হিসাবসহ) ব্যতীত অন্য কোনভাবে লেনদেন করা যাবে না। এক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মচারীর জাতীয় পরিচয়পত্র (National Identification Number-NID) ব্যাংকগুলো বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণপূর্বক পরীক্ষা করবে।
- কোনো শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যাংক হিসাব বা MFS হিসাব না থাকলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ উদ্যোগে সকল শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যাংক হিসাব বা MFS হিসাব খোলা নিশ্চিত করতে হবে। তবে কোনো শ্রমিক-কর্মচারী ব্যাংক হিসাব খুলতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে শ্রমিক-কর্মচারীর NID এর উপর ভিত্তি করে ন্যূনতম জমা ব্যতিরেকে তফসিলি ব্যাংকসমূহ হিসাব খোলার ব্যবস্থা করবে। এরূপ হিসাব খোলার জন্য ব্যাংক কর্তৃক কোনো চার্জ আরোপ করা যাবে না ফলে, এ বিষয়ে ব্যাংকের নিবিড় তদারকি থাকবে যেনো ঋণের অর্থ প্রকৃতই বন্ধ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের নিমিত্ত ব্যবহার হয়।

যারা এই মুহূর্তে নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে চান কিংবা সংকটে থাকা ফ্যাক্টরি নিয়ে চিন্তিত, তাদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আপনার শেষ পরামর্শ বা বার্তা কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আমার মূল বার্তা হলো–এই ফান্ডটি প্রকৃত ব্যবসায়ীদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য একটি সুযোগ। আপনারা যারা ফ্যাক্টরি সচল করতে চান, তারা সঠিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাংকে আসুন। আমরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে আপনাদের পাশে আছি। তবে মনে রাখবেন, ফান্ডের প্রতিটি টাকার ব্যবহার নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হবে, তাই এর সঠিক ও উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সন্তানেরা

২০২৫ সালে এসএসসি জিপিএ-৫

নুজহাত নুহা
ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
(বিজ্ঞান)

মাতা: আনিছা খাতুন
পিতা: আবু মোহাম্মদ আল বায়েজীদ
যুগ্ম পরিচালক
(সিআইবি, প্র.কা)

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫-এ বৃত্তিপ্রাপ্ত

মোঃ ফারহান ইসলাম
কৈকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পীরগাছা, রংপুর

পিতা: মোঃ গোলাম মওলা
হেল্পার টু ইলেকট্রিশিয়ান ১ম মান
(সিএসডি-২, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং উইং, প্র.কা)

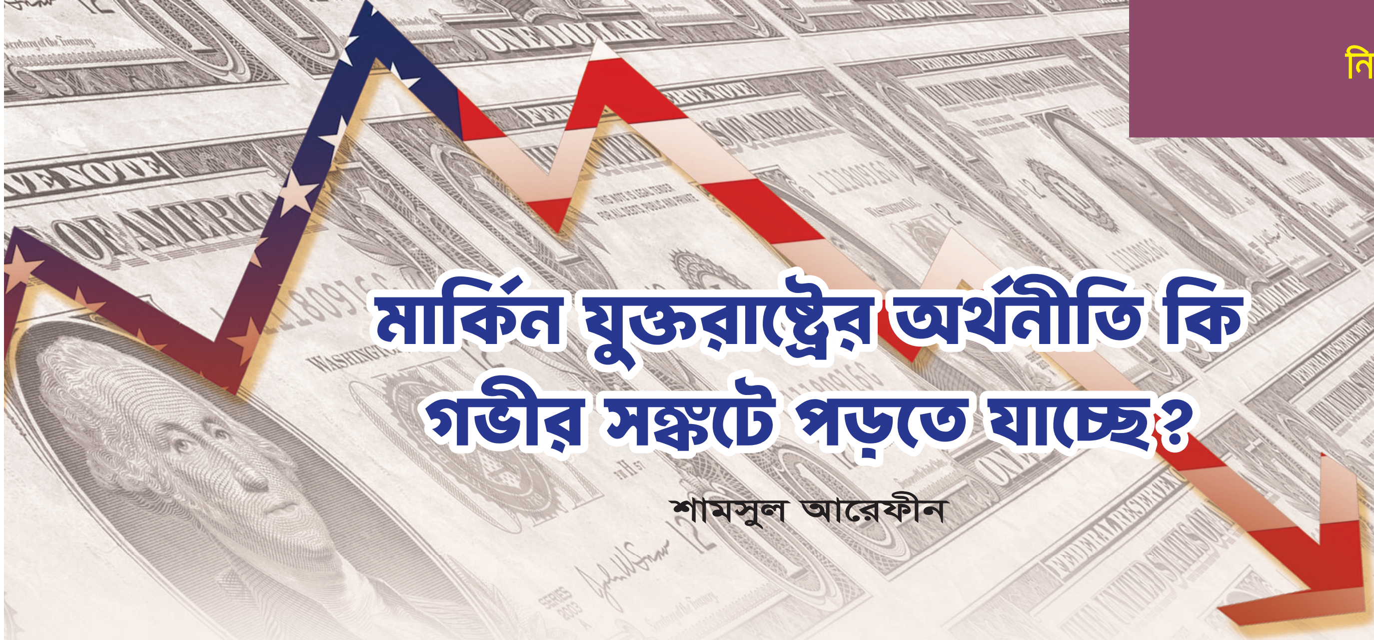

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি কি গভীর সঙ্কটে পড়তে যাচ্ছে?

শামসুল আরেফীন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ, ঋণের বৃদ্ধির হার, ঋণ-জিডিপি অনুপাত ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে সাবেক সিনেটর, কেবিনেট সেক্রেটারি এবং রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেট উভয় রাজনৈতিক দলের গভর্নরদের নিয়ে গঠিত 'দি কমিটি ফর এ রেসপনসিবল ফেডারেল বাজেট' (CRFB) সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের নীতিনির্ধারকরা পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা বা আর্থিক ধাক্কা সামলানোর জন্য 'মোটেই প্রস্তুত নয়'। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দেশ প্রায় নিশ্চিতভাবে একটি গভীর ঋণজালে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে, যা সামাল দেয়া খুবই কঠিন হবে। এই অবস্থায় দেশ একটি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, মার্কিন অর্থনীতির সঙ্কট আসলে কী ধরনের এবং কতটা গভীর।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ পরিস্থিতি

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর হতেই সরকারের ঋণ গ্রহণের প্রবণতা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থায়নের জন্য সর্বপ্রথম ৭৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণ করা হয়। ১৮৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল ওয়ারের (Civil War) সময় এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৫ মিলিয়ন ডলার, যা মাত্র পাঁচ বছরে ১৮৬৫ সালে বেড়ে তিন বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে এই ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় ২২ বিলিয়ন ডলারে। ১৯৩০ এর মহামন্দা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ঋণ দ্রুত বাড়ে। ১৯৪৬ সালে ঋণ-জিডিপি অনুপাত দাঁড়ায় ১০৬ শতাংশে। তবে এরপর দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও তুলনামূলক কম সরকারি ব্যয়ের কারণে ঋণ-জিডিপি অনুপাত দ্রুত কমতে থাকে এবং ১৯৭৪ সালে এটি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। এরপর থেকে এটি আবার দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। এমনকি যে বছরগুলোতে কোনো অর্থনৈতিক বা ভূ-রাজনৈতিক সঙ্কট ছিল না সে বছরগুলোতেও বাড়ার এই গতি কমেনি।

১৯৮০ এর দশক ও ১৯৯০ দশকের প্রথমদিকে রোনাল্ড রিগ্যান ও জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের সময় ব্যাপকভাবে কর হ্রাস ও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব ঘাটতি ও সরকারি ঋণ গ্রহণের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। ২০০০ এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র মাত্র ৩৪ শতাংশ। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময় কর রাজস্ব ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় এবং অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ও সেফটি নেট প্রোগ্রাম গ্রহণ করলে রাজস্ব ঘাটতি বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। ফলে তখন জাতীয় ঋণ মোট জিডিপি'র ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়। কোভিড-১৯ অতিমারির সময় ফেডারেল সরকার প্রণোদনা প্যাকেজ, বেকার ভাতা ও ছোট ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। এই বিপুল ব্যয়ের পাশাপাশি রাজস্ব আদায় কমে গেলে ২০১৯ হতে ২০২১ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ২০২০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ঋণ-জিডিপি অনুপাত সর্বকালের সর্বোচ্চ ১৩২.৮ শতাংশে উন্নীত হয়।

২০২৪ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৫.৪৬ ট্রিলিয়ন ডলার এবং মোট জিডিপি'র পরিমাণ ছিল ২৮.৮৩ ট্রিলিয়ন ডলার, যার ফলে ঋণ-জিডিপি অনুপাত ১২৩ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। জুন, ২০২৬ এ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৩৯ ট্রিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি এবং মোট জিডিপি'র পরিমাণ প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলারে উপনীত হয়েছে। মূলত, ইরান যুদ্ধের কারণে জাতীয় ঋণ এত বেড়ে গেছে, যার ফলে ঋণ-জিডিপি অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১২২ শতাংশে। এ কারণেই CRFB উপরে উল্লিখিত আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঋণ-জিডিপি'র গ্রহণযোগ্য অনুপাত কত এটি অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং এ বিষয়ে সর্বসম্মত কোনো সংখ্যা নেই, তবে এই অনুপাত ৭৭ শতাংশ অতিক্রম করলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মোট জাতীয় ঋণ সমগ্র ইউরো অঞ্চল ও চীনের মোট জাতীয় ঋণের চেয়েও বেশি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই ঋণের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি এবং প্রতি পাঁচ মাসে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার করে জাতীয় ঋণ বাড়ছে। কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস (CBO) ইঙ্গিত দিয়েছে, যদি কর ও রাজস্ব ব্যয় সংক্রান্ত বর্তমান আইনগুলো অপরিবর্তিত থাকে তাহলে ২০৩৫ সাল নাগাদ এই ঋণের পরিমাণ ৫২ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করতে পারে। CBO আরও ধারণা করছে, শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ জনগণ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট সরকারি ঋণের পরিমাণ ২০৩৪ সালে মোট জিডিপি'র ১১৬ শতাংশ অতিক্রম করতে পারে এবং ২০৫৪ সালে এটি মোট জিডিপি'র ১৭২ শতাংশের বেশি হতে পারে।

কেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়?

মার্কিন জাতীয় ঋণের এই পরিস্থিতি কিন্তু কোনো একটি ঘটনা বা নীতির ফলে ঘটেনি, বরং দশকের পর দশক ধরে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত, অর্থনৈতিক সংকট এবং ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির কারণে উদ্ভব হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেক মাসে যত রাজস্ব আয় করে তার প্রায় দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করে। গত মে, ২০২৬ মাসে মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের এক বিবৃতিতে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ফেডারেল সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। রাজস্ব ঘাটতি পূরণে সরকার ট্রেজারি বন্ড, বিল, নোট ও অন্যান্য সিকিউরিটি পেপার ইস্যু করে ঋণ করে থাকে। মে, ২০২৬ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩৬ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয়ের বিপরীতে ৬২৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে। ফলে মাত্র এক মাসে রাজস্ব ঘাটতি ২৯৩ বিলিয়ন ডলার বেড়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো, মে, ২০২৬ মাসের ৬২৮ বিলিয়ন রাজস্ব কোন খাতে ব্যয় হলো? দেখা গেছে, এর মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় হয়েছে ১৪০ বিলিয়ন ডলার, জাতীয় ঋণের বিপরীতে সুদ পরিশোধিত হয়েছে ১০৭ বিলিয়ন ডলার, মেডিকেয়ার খাতে ৮৭ বিলিয়ন ডলার, অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয় আরও ৮২ বিলিয়ন ডলার এবং অন্যান্য খাতে অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় হয়েছে।

আরও লক্ষ্যণীয় যে, সরকার এখন ঋণের বিপরীতে সুদ বাবদ যে অর্থ ব্যয় করছে তা দেশটির সামরিক খাতে ব্যয়ের চেয়ে বেশি। জাতীয় ঋণ বৃদ্ধির প্রধান প্রত্যক্ষ ফলাফল হল, এটি পরিশোধের খরচ বেড়ে যাওয়া। বর্তমানে ফেডারেল বাজেটের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অংশ হচ্ছে জাতীয় ঋণের পরিশোধ্য সুদ। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম নীতি সুদ হার বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে রাজস্ব বিভাগের জন্য ঋণ নেয়ার খরচ বেড়ে যায়। সব ধরনের জাতীয় ঋণের সুদ হার গত জানুয়ারি, ২০২২ সালের ১.৫৫৬ শতাংশ হতে বেড়ে জুলাই, ২০২৫ সালে ৩.৩৫২

শতাংশে উন্নীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে প্রতিদিন সুদ পরিশোধ বাবদ ২.৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে থাকে। ২০২৪ অর্থবছরে মার্কিন সরকারের নীট সুদ ব্যয় (সরকারি ঋণের বিপরীতে পরিশোধিত সুদ হতে সুদ বাবদ সরকারের আয় বাদ দিয়ে নীট সুদ ব্যয় পাওয়া যায়) দাঁড়িয়েছে ৮৭৯.৯ বিলিয়ন ডলার, যা মোট ফেডারেল ব্যয়ের ১৩ শতাংশ এবং গত ২৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এটি একই বছরের মোট সামরিক ব্যয় (৮৭৩.৯ বিলিয়ন) ও মেডিকেয়ার (৮৭৪.১ বিলিয়ন) ব্যয়ের চেয়ে বেশি। জাতীয় ঋণের সুদ ব্যয় বর্তমানে জাতীয় বাজেটের তৃতীয় সর্বোচ্চ খাত, এক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা খাত। ফেডারেল বার্ষিক রাজস্ব আয়ের প্রায় ২০ শতাংশ ব্যয় হয় শুধুমাত্র ঋণের সুদ পরিশোধে। ২০২৪ অর্থবছরে ফেডারেল সরকারের মোট রাজস্ব ব্যয় ছিল ৬.৭৫ ট্রিলিয়ন ডলার ও মোট রাজস্ব আয় ছিল ৪.৯২ ট্রিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ রাজস্ব ঘাটতি ছিল ১.৮৩ ট্রিলিয়ন ডলার। ১৯৩৩ সালের পর যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ১২ বছর রাজস্ব উদ্বৃত্তে ছিল, যার সর্বশেষটি ছিল ২০০১ সালে।

জাতীয় ঋণের সুদ ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান দুটি কারণ হলো জাতীয় ঋণের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ঋণের সুদহার বৃদ্ধি। গত দুই দশকের বেশিরভাগ সময় ঋণের সুদ হার কম থাকায় সুদ পরিশোধে খুব বেশি অসুবিধা হয়নি, কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থা আর নেই। ফলে একটি ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চ ঋণের কারণে পরিশোধ্য সুদের পরিমাণ বেড়ে গেছে। পরিশোধ্য সুদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় রাজস্ব ঘাটতি বেড়েছে। এই রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারকে আবার ঋণ করতে হচ্ছে। যার ফলে ভবিষ্যতে সুদ পরিশোধের পরিমাণ আরও বাড়বে। এভাবে এমন একটি চক্রের সৃষ্টি হবে যা থেকে বেরিয়ে আসা ফেডারেল সরকারের জন্য দুঃসাধ্য হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে আমদানির উপর করারোপের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নীতি গত ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মাসে সুপ্রিম কোর্টে বাতিল হওয়ার পর ২২ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ করের অর্থ আমদানিকারকদেরকে ফেরত দিতে হয়েছে, যার ফলে কর রাজস্বের পরিমাণ আরও কমে গেছে। এই পরিমাণ অর্থ একই সময়ে কাস্টমস্ ডিউটি বাবদ আদায়কৃত অর্থের চেয়ে বেশি। ২০২৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে পুঞ্জিভূত রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.২৫ ট্রিলিয়ন ডলারে। হোয়াইট হাউজের ধারণা, ২০২৬ অর্থবছরে রাজস্ব ঘাটতির এই পরিমাণ ২.১ ট্রিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌঁছাবে। এর ফলে ২০২৬ সাল হবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কোভিডসহ সকল অতিমারি বাদে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব ঘাটতির বছর। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র রাজস্ব ব্যয় মেটাতে প্রতিদিন পাঁচ বিলিয়ন ডলার ঋণ করছে। ফলে জাতীয় ঋণের বার্ষিক সুদ পরিশোধের পরিমাণ এক ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কর রাজস্ব বৃদ্ধি বা রাজস্ব নীতির ব্যাপক সংস্কার ছাড়া আপাতত সহজ কোনো পথ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

> ‘ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে আমদানির উপর করারোপের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নীতি গত ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মাসে সুপ্রিম কোর্টে বাতিল হওয়ার পর ২২ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ করের অর্থ আমদানিকারকদেরকে ফেরত দিতে হয়েছে, যার ফলে কর রাজস্বের পরিমাণ আরও কমে গেছে। ’

কংগ্রেসনাল বাজেট অফিসের (CBO) বক্তব্য অনুযায়ী, ২০৩১ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র তাদের কর রাজস্ব দিয়ে তাদের আবশ্যিক খরচগুলো মেটাতে ব্যর্থ হবে। সামাজিক নিরাপত্তা, চিকিৎসা সেবা, ঋণের সুদ পরিশোধসহ বিভিন্ন বাধ্যতামূলক ব্যয় (এই খাতগুলোতে ব্যয় করার জন্য সরকারের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে) দেশটির সংগৃহীত মোট ফেডারেল করের চেয়ে বেশি হবে। এটি কোনো সতর্কবার্তা নয়, বরং সরকারের চলমান নীতির ভিত্তিতে করা একটি পূর্বাভাস। এই ব্যয়গুলো ২০৪০ সাল নাগাদ মোট জিডিপি'র প্রায় ২০ শতাংশে উন্নীত হবে, যা ২০২০ ও ২০২১ সালের কোভিড-১৯ এর সময়কে বাদ দিলে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর মধ্যে নীট সুদ ব্যয় মোট জিডিপি'র প্রায় ৫ শতাংশে উন্নীত হবে, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ। এই সুদ ব্যয় পৃথিবীর বহু দেশের সরকারের মোট জাতীয় ব্যয়ের চেয়েও বেশি। এই সময়ের মধ্যে সংগৃহীত করের হার সামান্য পরিমাণ বাড়বে এবং জিডিপি'র ১৮ শতাংশে উপনীত হবে। কর আদায় ও বাধ্যতামূলক ব্যয়ের এই পার্থক্য বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারের সামনে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। কোন কাঠামোগত সংস্কার, রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন রাজনৈতিক ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা নেই। প্রতিটি সরকারই জনতোষণের জন্য বছরের পর বছর ধরে একই সাথে কর কমানো ও বাধ্যতামূলক ব্যয় বৃদ্ধি চালিয়ে গেছে। ফলে ধীরে ধীরে জাতীয় ঋণ বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতার উপর থেকে বিশ্বাস নিম্নমুখী হয়েছে।

কারা এই ঋণপত্র কিনে?

যদিও সাধারণ একটি ধারণা হচ্ছে মার্কিন ঋণপত্র প্রধানত: চীনের মতো বিদেশী রাষ্ট্রগুলো বেশি কিনে, কিন্তু বাস্তবতা হলো যদিও বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থাগুলো ঋণপত্রের একটি বড় অংশের ক্রেতা, তবে বেশিরভাগ ঋণপত্রের ক্রেতা হচ্ছে মার্কিন জনগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ২০২৩ সালে মার্কিন জনগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট মোট বিক্রি হওয়া ঋণপত্রের পরিমাণ ছিল ২৬.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। দেশের অভ্যন্তরে খোলাবাজারে বিনিয়োগকারীদের নিকট ঋণপত্র বিক্রি করা হয়। উক্ত ২৬.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণপত্রের ক্রেতাদের মধ্যে ছিল বেসরকারি বিনিয়োগকারী, মিউচ্যুয়াল ফান্ড (প্রায় ৪.৫ ট্রিলিয়ন ডলার), ব্যাংক (প্রায় ১.৯ ট্রিলিয়ন ডলার), সরকারি ও বেসরকারি পেনশন ফান্ড (৯৫৬ বিলিয়ন ডলার), রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সরকার (১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার) ইত্যাদি। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম কিনেছে প্রায় ৪.৬ ট্রিলিয়ন ডলারের ট্রেজারি ঋণপত্র। আবার, বিভিন্ন সরকারি সংস্থাও ফেডারেল সরকারের ট্রেজারি ঋণপত্র কিনে থাকে; ডিসেম্বর, ২০২৩ মাসে যার পরিমাণ ছিল ১২.১ ট্রিলিয়ন ডলার। এই ঋণের উদ্ভব হয় যখন সরকার পরিচালিত ট্রাস্ট ফান্ডগুলো বাৎসরিক যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে থাকে তার চেয়ে বেশি আয় করে। আইন অনুযায়ী, এই বাড়তি আয় ট্রেজারি ঋণপত্রে বিনিয়োগ করতে হবে। ঋণপত্রের ধারক প্রধান কয়েকটি সরকার পরিচালিত ট্রাস্ট ফান্ড হলো: সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্রাস্ট ফান্ডস্ (প্রায় ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণপত্রের ধারক), মিলিটারি রিটায়ারমেন্ট ফান্ডস্ (২.২ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি), মেডিকেয়ার ট্রাস্ট ফান্ডস (প্রায় ৪২৫.৩ বিলিয়ন ডলার)।

মার্কিন ঋণপত্রের বিদেশি ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে বিদেশি ব্যক্তি, সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ মাসে বিদেশি ক্রেতাদের মধ্যে মার্কিন ঋণপত্রের স্থিতি সবচেয়ে বেশি ছিল জাপান (প্রায় ১.২৩৯ ট্রিলিয়ন ডলার), যুক্তরাজ্য (প্রায় ৮৯৭.৩ বিলিয়ন ডলার), চীন (প্রায় ৬৯৩.৩ বিলিয়ন ডলার), বেলজিয়াম (প্রায় ৪৫৪.৭ বিলিয়ন ডলার), কানাডা (প্রায় ৪৪৬.৩ বিলিয়ন ডলার), লুক্সেমবার্গ (প্রায় ৪৪৫.৭ বিলিয়ন ডলার), কেম্যান আইল্যান্ড (প্রায় ৪৪৩ বিলিয়ন ডলার), ফ্রান্স (প্রায় ৩৯৫.১ বিলিয়ন ডলার), আয়ারল্যান্ড (প্রায় ৩৫০.৬ বিলিয়ন ডলার), তাইওয়ান (প্রায় ৩১৩.৫ বিলিয়ন ডলার), সুইজারল্যান্ড (প্রায় ২৮৬.৭ বিলিয়ন ডলার), সিঙ্গাপুর (প্রায় ২৮০ বিলিয়ন ডলার), হংকং (প্রায় ২৬৯.২ বিলিয়ন ডলার), নরওয়ে (প্রায় ২২৩ বিলিয়ন ডলার), ভারত (প্রায় ১৯০.৬ বিলিয়ন ডলার), ব্রাজিল (প্রায় ১৭০.৬ বিলিয়ন ডলার), সৌদি আরব (প্রায় ১৬০.৪ বিলিয়ন ডলার), দক্ষিণ কোরিয়া (প্রায় ১৪০.৯ বিলিয়ন ডলার), সংযুক্ত আরব আমিরাত (প্রায় ১১৯.৯ বিলিয়ন ডলার), ইসরায়েল (প্রায় ১১০.৮ বিলিয়ন ডলার) এবং অন্যান্য অনেক দেশ (প্রায় ১.৮৫৬ ট্রিলিয়ন ডলার)।

... চলবে

■ *লেখক: নির্বাহী পরিচালক, খুলনা অফিস*

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি

ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সরকার *

১। পটভূমি

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৭/১৯৭২) এর ভিত্তিতে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলোঃ মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আর মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মূল্যস্ফীতিকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর মুখবন্ধ এবং 7A অনুচ্ছেদের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর মুখবন্ধে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হলো মুদ্রা ও ঋণব্যবস্থাকে যথাযথভাবে পরিচালনার মাধ্যমে টাকার অভ্যন্তরীণ মূল্য অর্থাৎ মূল্যস্ফীতিকে স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি এর বাহ্যিকমূল্য অর্থাৎ বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখা যাতে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যেও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাই বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। এছাড়া 7A অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো (ক) মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; (খ) প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারকে স্থিতিশীল রাখা; (গ) মুদ্রানীতির সাথে রাজস্ব নীতি ও বিনিময় হার নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অর্থনীতির উপর বিভিন্ন নীতিগত পদক্ষেপের প্রভাব বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা; (ঘ) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধারণ ও পরিচালনা করা; (ঙ) ব্যাংক নোট ইস্যু করাসহ একটি নিরাপদ ও কার্যকর পেমেন্টস সিস্টেমের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা; এবং (চ) ব্যাংক কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা।

২। নিয়ন্ত্রণমূলক মুদ্রানীতি কাঠামো

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) থেকেই এর উপর অর্পিত মূল দায়িত্ব, অর্থাৎ মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করে আসছে। তবে প্রথমদিকে (নব্বই দশকের আগ পর্যন্ত) মুদ্রানীতির প্রধান চলকসমূহ, যেমনঃ মুদ্রা, ঋণ, সুদের হার ও বিনিময় হারকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করা হতো (ক্রেডিট কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট ও এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে)। নব্বই দশকের শুরুতে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচির (এফএসআরপি) আওতায় ঋণ ও সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় নীতি গ্রহণপূর্বক তা বাজারভিত্তিক করা হয়। এ ধারাবাহিকতায়, মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদনের নিমিত্তে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে মানিটারি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইউনিট (এমএমটিইউ) নামে একটি আলাদা ইউনিট গঠন করা হয়, যা ২০০৩ সালে মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট (এমপিডি) নাম ধারণ করে। মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ অধিকতর বাজারভিত্তিক করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে কতিপয় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুদ্রানীতির পরোক্ষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত রেপো ও রিভার্স রেপো সুবিধা চালুকরণ এবং স্থির বিনিময়হার ব্যবস্থা হতে বাজারভিত্তিক নমনীয় বিনিময়হার ব্যবস্থায় প্রবেশকরণ।

৩। অর্থের যোগান ভিত্তিক মুদ্রানীতি কাঠামো

প্রকৃতঅর্থে, ৩১ মে ২০০৩ হতে নমনীয় বিনিময়হার ব্যবস্থা চালুকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থের যোগানভিত্তিক মুদ্রানীতি ব্যবস্থা চালু হয়। ঐ সময় হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক মূলত অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ভিত্তিতে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। আরভিং ফিশারের বিনিময় সমীকরণের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত মিলটন ফ্রিডম্যানের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল কথা হলো, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকাবস্থায়, অর্থের যোগানের (ব্যাপক মুদ্রার) সমানুপাতিক হারে দাম স্তর পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি অনেকাংশে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। সেকারণে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধিকে একটি নির্ধারিত মাত্রায় ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি মূলত দুটি কারণগত উপাদান (causative factor) দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর একটি হলো ব্যাংকব্যবস্থার নিট বৈদেশিক সম্পদ এবং অপরটি হলো ব্যাংকব্যবস্থা হতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রদত্ত ঋণ।

৪। সুদহারভিত্তিক মুদ্রানীতি কাঠামো

বিশ্ববাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থার সাথে দেশীয় অর্থনীতির সংযোগ বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন আর্থিক উদ্ভাবনের (financial innovation) প্রেক্ষিতে মুদ্রা চাহিদার প্রক্ষেপণে অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হওয়ায় মুদ্রানীতি কাঠামোকে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে প্রেক্ষিতে, ১ জুলাই ২০২৩ হতে মুদ্রানীতি কাঠামোতে এক মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। নতুন মুদ্রানীতি কাঠামো অনুযায়ী, ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধিকে টার্গেট না করে স্বল্পমেয়াদি সুদের হার অর্থাৎ আন্তঃব্যাংক কলমানি সুদহারকে টার্গেট করে মুদ্রানীতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়। নতুন কাঠামো অনুযায়ী মুদ্রানীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য (মূল্যস্ফীতিকে স্থিতিশীল রাখা, উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা) অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি সুদহার করিডোর প্রবর্তন করা হয়, যার নমুনা নিম্নরূপ।

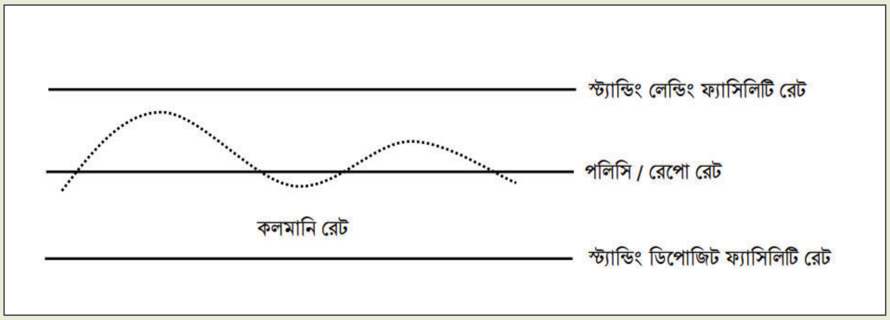

উপরে প্রদর্শিত সুদহার করিডোরের মধ্যখানে রেপো রেট (যা পলিসি রেট নামে অভিহিত), উর্ধ্বসীমায় স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) রেট এবং নিম্ন সীমায় স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) রেট অবস্থান করে। নতুন মুদ্রানীতি কাঠামো অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের মুদ্রানীতি হাতিয়ার ব্যবহার করে স্বল্প মেয়াদি আন্তঃব্যাংক কলমানি রেটকে সর্বদাই পলিসি রেটের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করে। কেননা দীর্ঘ মেয়াদি সুদহারের (ঋণ/আমানতের সুদহার) উপর কলমানি রেটের একটা সরাসরি প্রভাব রয়েছে। এভাবে পলিসি রেটের পরিবর্তনের মাধ্যমে কলমানি রেট ও দীর্ঘ মেয়াদি সুদহারের পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য, অর্থাৎ দাম স্তর ও মোট দেশজ উৎপাদনকে একটি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে ধরে রাখার চেষ্টা করে। দাম স্তর ও মোট দেশজ উৎপাদন অর্থাৎ প্রকৃত অর্থনৈতিক খাতের উপর নীতি সুদহারের পরিবর্তনের

প্রভাবকে মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশন মেকানিজম বলা হয়ে থাকে। সাধারণত নীতি সুদহার বাড়ানোর মাধ্যমে সংযত মুদ্রানীতি ভঙ্গি গ্রহণ করা হয়, যা স্বল্প মেয়াদে মূল্যস্ফীতিকে কমিয়ে রাখতে সহায়তা করার পাশাপাশি মোট দেশজ উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। অন্যদিকে, সুদহার কমানোর মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা সম্ভব হলেও উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে বরদাস্ত করতে হয়। স্বল্পমেয়াদে পরিকল্পিতভাবে,

সুদহার ↑ বিনিয়োগ ↓ সামগ্রিক চাহিদা ↓ মোট দেশজ উৎপাদন ↓ দামস্তর ↓

বর্ণিত সুদহার করিডোর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব বিষয় আমলে নিয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টেলর নীতি (Taylor rule), অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের গতিবিধি এবং জাজমেন্টাল অ্যাপ্রোচ। উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি রেট (নীতি সুদহার) নির্ধারণ করার পাশাপাশি পলিসি রেটের সাথে একটি নির্ধারিত বেসিস পয়েন্ট যোগ করে এসএলএফ রেট ও পলিসি রেট থেকে একটি নির্ধারিত বেসিস পয়েন্ট বাদ দিয়ে এসডিএফ রেট নির্ধারণ করে থাকে। বর্তমান পলিসি রেট, এসএলএফ রেট ও এসডিএফ রেট হলো যথাক্রমে ১০.০ শতাংশ, ১১.৫ শতাংশ ও ৭.৫ শতাংশ, যা ১ জুলাই ২০২৩ সালে ছিল যথাক্রমে ৬.৫ শতাংশ, ৮.৫ শতাংশ ও ৪.৫ শতাংশ।

৫। মুদ্রানীতির হাতিয়ারসমূহ (কনভেনশনাল ব্যাংকিংয়ের জন্য)

মুদ্রানীতির হাতিয়ার বলতে ঐ সব মানিটারি ইন্সট্রুমেন্টসমূহকে বুঝানো হয়, যেগুলো ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি মানিমার্কেটে কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের নগদ অর্থের চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করে কলমানি রেটকে পলিসি রেটের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করে। কলমানি রেট হলো কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের নগদ অর্থের স্বল্পমেয়াদি চাহিদা ও যোগানের মিথষ্ক্রিয়ার ফল। মুদ্রানীতির হাতিয়ারসমূহের মধ্যে কতিপয় হাতিয়ার নগদ অর্থের যোগান বাড়ানোর মাধ্যমে অর্থাৎ লিক্যুইডিটি ইনজেকশনের মাধ্যমে কলমানি রেটকে প্রভাবিত করে থাকে। এসব হাতিয়ারসমূহের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি হাতিয়ার হলো:

- ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) বৃদ্ধি: সিআরআর বৃদ্ধি করা হলে কলমানি মার্কেটে নগদ অর্থেও যোগান হ্রাস পায়। ফলে কলমানি রেট বৃদ্ধি পায়।
- রেপো সুবিধা: এটা মূলত কনভেনশনাল ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে একটি পুনঃক্রয় যুক্তি। এ সুবিধার আওতায় কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সাধারণত সরকারি সিকিউরিটিজ বন্ধ করে রেখে রেপো রেটে (যা বর্তমানে ৯.৫ শতাংশ) স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে ৭ দিন মেয়াদি রেপো সুবিধা চালু রয়েছে, যা প্রতি মঙ্গলবারে ফিক্সড রেট ফুল এলটমেন্ট ভিত্তিতে সেটেল করা হয়ে থাকে। এছাড়া, রিজার্ভ মেইনটেনেন্স-এর দিনসমূহে (প্রতিমাসের ১৪ তারিখ এবং মাসের শেষদিন) ওভারনাইট ভিত্তিতেও এ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি : রেপো সুবিধার মতো এটাও কনভেনশনাল ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে এক ধরনের পুনঃক্রয়চুক্তি। এ সুবিধার আওতায় কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহ অফিস পিরিয়ডের (যা বর্তমানে সকাল ১০টা হতে বিকাল ৫টা) যেকোনো সময় সরকারি সিকিউরিটিজ বন্ধ করে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ওভারনাইট ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। তবে এসএলএফ রেট (যা বর্তমানে ১১.০ শতাংশ) সর্বদাই রেপো রেটের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

মুদ্রানীতির হাতিয়ারসমূহের মধ্যে যেসব হাতিয়ার কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের নগদ অর্থেও যোগানকে কমানোর মাধ্যমে অর্থাৎ লিক্যুইডিটি এবজরপশনের মাধ্যমে কলমানি রেটকে প্রভাবিত করে থাকে তার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলোঃ

- ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) হ্রাস: সিআরআর হ্রাস করা হলে কলমানি মার্কেটে নগদ অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। ফলে কলমানি রেট হ্রাস পায়।
- স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি: এটা এমন এক ধরনের সুবিধা যার মাধ্যমে কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহ তাদের নিকট রক্ষিত অতিরিক্ত নগদ অর্থ নির্ধারিত সুদহারে (যা বর্তমানে ৭.৫ শতাংশ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ওভারনাইট ভিত্তিতে জমা রাখতে পারে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বিল: এটা এমন এক ধরনের হাতিয়ার, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কনভেনশনাল ব্যাংকের নিকট রক্ষিত অতিরিক্ত নগদ অর্থ তুলে নিতে পারে।

সরাসরিভাবে মুদ্রানীতির হাতিয়ার না হলেও সরকারের ডেট ম্যানেজমেন্ট ইন্সট্রুমেন্টসহ যেসব ইন্সট্রুমেন্ট কলমানিরেটকে প্রভাবিত করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : (ক) সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের ইস্যু ও ম্যাচুরিটি, (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংকসমূহের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বেচাকেনা, এবং (গ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোয়াসিফিসক্যাল অপারেশন (ডিমান্ডলোন, রিফাইন্যান্স বা প্রিফাইন্যান্স সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে) ।

৬। মুদ্রানীতির হাতিয়ারসমূহ (ইসলামি ব্যাংকিং জন্য)

কনভেনশনাল ব্যাংকিংয়ের মতো শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ইসলামি ব্যাংকিং (যা বর্তমানে সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের প্রায় ৩০ শতাংশ) সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ইসলামি ব্যাংকিংয়ে নগদ অর্থের চাহিদা ও যোগান কনভেনশনাল ব্যাংকিংয়ের কলমানি রেটে কোনো প্রভাব না ফেললেও, মুদ্রানীতিকে যথাযথভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এ বাজার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে, ইসলামি ব্যাংকিং খাতের নগদ অর্থের যোগানকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে (ইনজেকশন ও এবজরপশনের মাধ্যমে) বাংলাদেশ ব্যাংক কতিপয় হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে মানি ইনজেকশনের কাজে যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় তা হলো: ইসলামি ব্যাংক লিক্যুইডিটি সাপোর্ট, মুদারাবা লিক্যুইডিটি সাপোর্ট ও স্পেশাল লিকুইডিটি সাপোর্ট। একইভাবে, মানি এবজরপশনের জন্য যে হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় তা হলো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ইস্যুকরণ। এছাড়া, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুকের ইস্যু ও ম্যাচুরিটি'র মাধ্যমে ও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের নগদ অর্থের যোগান প্রভাবিত হয়। উল্লেখ্য, কনভেনশনাল ব্যাংকিংয়ের মতো ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জন্য কোনো ধরনের আন্তঃব্যাংক মানিমার্কেট গড়ে উঠেনি। তবে, এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা যায় যে, নিকট ভবিষ্যতে এ ধরনের একটি মার্কেট চালু হতে পারে।

৭। মুদ্রানীতির অন্তর্ভুক্তি

মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে নিয়মিতভাবে করা হলেও, ২০০৬ সালের আগে তা ততটা অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল না। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন, ২০০৬) জন্য মুদ্রানীতির লক্ষ্য, ভঙ্গিমা ও কাঠামো সম্বলিত মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট (এমপিএস) জনসম্মুখে তুলে ধরার মাধ্যমে (দৈনিক পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দের মাধ্যমে) অনেকটা অন্তর্ভুক্তিমূলক করা হয়। এছাড়া, ঐ সময় থেকে মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশীজন ও মুদ্রানীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশেষ করে সাবেক ও বর্তমান নীতি নির্ধারক (যেমন-গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর, অর্থসচিব, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ উপদেষ্টা এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের সিনিয়র অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ), স্থানীয় থিংক ট্যাংক, ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, অর্থনীতি বিষয়ক শিক্ষক ও সাংবাদিক বৃন্দের কাছ থেকে মূল্যস্ফীতি, সুদহার, বিনিময় হার, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। প্রথমদিকে এ ধরনের মতামত সংগ্রহের কাজ রাজধানী (ঢাকা) কেন্দ্রিক করা হলেও গত দু'বছর যাবৎ বিভাগীয় শহর, বিশেষ করে যেসব জায়গায় বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা রয়েছে (যেমন-রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও বগুড়া) সেসব জায়গা হতে সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের নেতৃত্বে এসব মতামত সংগ্রহ ও এমপিএস প্রকাশের কাজ ২০০৬ সালের জানুয়ারি হতে এ পর্যন্ত ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়ে আসছে। তবে করোনা মহামারির প্রভাবের কারণে অর্থবছর ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ এ এমপিএস কেবল বছরভিত্তিক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

৮। মনিটারি পলিসি কমিটি গঠন

মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে মনিটারি পলিসি কমিটি (এমপিসি) এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার কারণে, প্রায় সব উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকেই (যেমন ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম ও রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া) একটি শক্তিশালী মনিটারি পলিসি কমিটি রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে সর্বপ্রথম এমপিসি গঠিত হয় ২০১০ সালে গভর্নরের অনুমোদন সাপেক্ষে। ঐ সময়ে অনুমোদিত এমপিসি কেবল ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সিনিয়র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ২০২৩ সালে প্রথম বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এমপিসি গঠিত হয়, যেখানে চারজন অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তার (গভর্নর

চেয়ারম্যান হিসেবে, এমপিডি'র দায়িত্ব প্রাপ্ত ডেপুটি গভর্নর ও নির্বাহী পরিচালক এবং চিফ ইকোনমিস্ট সদস্য হিসেবে) পাশাপাশি তিন জন বাইরের কর্মকর্তাও (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর মহাপরিচালক এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত একজন অর্থনীতিবিদ সদস্য হিসেবে) অন্তর্ভুক্ত হয়। এমপিসিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এর টার্মস অব রেফারেন্স বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ সংশোধন করে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৯। মুদ্রানীতির সাথে বিনিময় হার ও রাজস্ব নীতির সমন্বয়

মুদ্রানীতির সফল বাস্তবায়নের জন্য এর সাথে বিনিময় হার ও রাজস্ব নীতির সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। বিনিময় হার সংক্রান্ত নীতি বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতাধীন হলেও রাজস্ব নীতি সম্পূর্ণভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। এছাড়া, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত মুদ্রানীতি, বিনিময় হার নীতি ও রাজস্বনীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সে কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর 9A অনুচ্ছেদে মুদ্রানীতির সাথে বিনিময় হার নীতি ও রাজস্বনীতির সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে, অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে (চেয়ারম্যান) গঠিত ৬ সদস্যবিশিষ্ট কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। চেয়ারম্যান ব্যতীত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ হলেনঃ বাণিজ্যমন্ত্রী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থবিভাগ ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিবগণ, এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (প্রোগ্রামিং)। কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের প্রধান কাজ হলোঃ (ক) রাজস্ব, মুদ্রা এবং বিনিময় হার সংক্রান্ত সব নীতি ও কৌশলসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা; (খ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি এবং রাজস্ব, আর্থিক ও বহিঃখাতের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা; (গ) ধারা (ক) এবং (খ) এর উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রয়োজনীয়তা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ এবং মূল্যস্ফীতি ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যপূরণে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা; (ঘ) সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা পর্যালোচনার নিমিত্তে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমপক্ষে একটি বৈঠক করা; (ঙ) বার্ষিক বাজেট পাসের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সভায় সরকারের ঋণের সীমা পর্যালোচনা করা।

১০। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি

বরাবরের মতোই চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৬) মুদ্রানীতি গত ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে গভর্নর কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) সাংবাদিকবৃন্দের উপস্থিতিতে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত মুদ্রানীতির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপঃ

• ঘোষিত মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা। সে লক্ষ্যে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ১ম ষাণ্মাসিকের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো, মূল্যস্ফীতিকে ৭.৫ শতাংশে সীমিত রেখে ৬.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা। মুদ্রানীতির এই লক্ষ্যসমূহ সরকার কর্তৃক ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত জাতীয় বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

• গত অর্থবছরের (২০২৫-২৬) ১ম ষাণ্মাসিকে মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী হলেও ২য় ষাণ্মাসিকের শুরু থেকে তা আবার উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। সে বাস্তবতায়, চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতিকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতির মূল হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত নীতি সুদহারকে উচ্চপর্যায়ে ধরে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ১ম ষাণ্মাসিকের জন্য নীতি সুদহার হিসেবে রেপো রেটকে ১০ শতাংশে, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি রেটকে ১১.৫ শতাংশে এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি রেটকে ৭.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

• বিদ্যমান মুদ্রানীতির কাঠামো অনুযায়ী, মানিটারি এগ্রিগেটসমূহ মুখ্যসূচক হিসাবে ভূমিকা পালন না করলেও, কাঙ্ক্ষিত মূল্যস্ফীতি ও জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মানিটারি এগ্রিগেটসমূহের প্রক্ষেপণ করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়। সে প্রেক্ষিতে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে রিজার্ভ মুদ্রা ১১.০ শতাংশ, ব্যাপক মুদ্রা ১৩.০ শতাংশ, সরকারি খাতে ঋণ ১৭.২ শতাংশ ও বেসরকারি খাতে ঋণ ৮.০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

• মুদ্রানীতির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে আর্থিকখাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবৎ মন্দ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সূত্রে অনেক ব্যাংকে মূলধন ও প্রভিশন ঘাটতির কারণে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এ অস্থিরতা প্রশমণ কল্পে ঘোষিত মুদ্রানীতিতে কতিপয় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে ব্যাংক রেজল্যুশন আইন ২০২৬ ও আমানত সুরক্ষা আইন ২০২৬ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকসমূহের ব্যালেন্সশীট ক্লিন করার উদ্দেশ্যে বিশেষ এক্সিট সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি ডিস্ট্রেসড এসেট ম্যানেজমেন্ট আইন ২০২৬ প্রণয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

• মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতি সুদহারকে উচ্চপর্যায়ে ধরে রাখার কারণে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে আসলেও তা এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেমে আসেনি। প্রকৃত অর্থে, বিদ্যমান মূল্যস্ফীতি চাহিদাজনিত কারণের পাশাপাশি যোগানস্বল্পতা ও সরবরাহ চেইনে প্রতিবন্ধকতার কারণে সৃষ্ট হওয়ায় নীতি সুদহারকে উচ্চপর্যায়ে রেখেও একে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। এতদ্‌প্রেক্ষিতে, অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহে বিশেষ করে কৃষি, সিএমএসএমই ও রপ্তানিমুখী শিল্পের যোগান বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে ৬০,০০০ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রণোদনা প্যাকেজ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি পণ্যমূল্যও কিছুটা কমে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়া, উক্ত ৬০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৪১,০০০ কোটি টাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত তারল্য হতে এবং বাকি ১৯,০০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে সরবরাহ করা হবে বিধায় তা ততটা চাহিদাজনিত মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি করবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে।

• আর্থিক খাতের উন্নত তারল্য ব্যবস্থাপনা, উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে উন্নত পেমেন্ট সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সে লক্ষ্যে, মুদ্রানীতির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করতে ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে সব ব্যাংকের নিজস্ব কিউআর কোড সরিয়ে একক এবং আন্তঃব্যবহারযোগ্য 'বাংলা কিউআর' কোড ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

• আলোচ্য মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কতিপয় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত ও ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সূত্রে আমদানি পণ্য, বিশেষ করে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের মধ্যে জ্বালানি সরবরাহের অনিশ্চয়তার সূত্রে বিনিয়োগে মন্দাভাব এবং বেসরকারি খাতে ঋণের স্বল্প চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে, বৈদেশিক রেমিট্যান্সের উচ্চ অন্তঃপ্রবাহের সূত্রে বহিঃখাতে কিছুটা ইতিবাচক প্রবণতা আগামী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১১। মুদ্রানীতি কাঠামোর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রূপরেখা

বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে রূপান্তরের যে লক্ষ্যমাত্রা বর্তমান সরকার নির্ধারণ করেছে, তা অর্জনে যথার্থ মুদ্রানীতি কাঠামোর ভূমিকা অপরিহার্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান সুদহার টার্গেটিং ভিত্তিক মুদ্রানীতি কাঠামো থেকে ক্রমান্বয়ে ইনফ্লেশন টার্গেটিংভিত্তিক মুদ্রানীতি কাঠামোতে রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক কালে উদীয়মান অর্থনীতির অনেক দেশ ইনফ্লেশন টার্গেটিং ভিত্তিক মুদ্রানীতি কাঠামো অনুসরণের মাধ্যমে তাদের মূল্যস্ফীতিকে স্থিতিশীল করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশেও এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে একে আরো যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

■ *লেখক: পরিচালক, এমপিডি, প্র.কা*

** এ প্রবন্ধটি প্রণয়নে নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা) ড. ইমাম আবু সাঈদ এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক খান মোঃ সাইদজাদা ও যুগ্ম পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ এর নিকট কৃতজ্ঞ।*

দুই আকাশের গল্প: অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টি ও বাংলার বর্ষা

সোহেল নওরোজ

সিডনির এক শীতসকালে জানালার কাঁচ বেয়ে নেমে আসছে বৃষ্টির ফোঁটা। আকাশ ধূসর, রাস্তার মানুষগুলো ছাতা হাতে দ্রুত পায়ে হাঁটছে। কারো কাজে যাওয়ার তাড়া, কেউ হয়তো ছুটছে ট্রেন, মেট্রো বা বাস ধরতে। এমন সময় ক্যাফের ভেতরে বসে গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ মনে পড়ে যায় হাজার মাইল দূরের আরেক আকাশের কথা। সেখানে হয়তো এখন আষাঢ়ের দুপুর। দূরে কালো মেঘ জমেছে, টিনের চালে বৃষ্টির তীব্র শব্দ, উঠোনে জমে থাকা পানি আর বাতাসে ভেসে বেড়ানো ভেজা মাটির গন্ধ।

দুটি দৃশ্যের কেন্দ্রেই বৃষ্টি। অথচ অনুভূতি, প্রেক্ষাপট ও অর্থ যেন সম্পূর্ণ আলাদা।

অস্ট্রেলিয়ায় বৃষ্টি অনেক সময় আবহাওয়ার একটি ঘটনা মাত্র। কিন্তু বাংলায় বর্ষা একটি ঋতু, একটি সংস্কৃতি, একটি স্মৃতি। অস্ট্রেলিয়ার মানুষ বৃষ্টিকে দেখে জলসম্পদের উৎস হিসেবে; বাঙালি দেখে কবিতা, গান, প্রেম, কৃষি আর জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে। একই জল আকাশ থেকে ঝরে পড়ে, কিন্তু দুই ভূগোলে এসে তার পরিচয় বদলে যায়।

বৃষ্টির ভূগোল: দুই ভিন্ন পৃথিবী

অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়ার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো বৈচিত্র্য। একই সময়ে দেশের এক অংশে খরা চলতে পারে, অন্য অংশে দেখা দিতে পারে বন্যা।

সিডনিতে শীতের সকালে টিপটিপ বৃষ্টি হতে পারে, আবার মেলবোর্নে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চার ঋতুর স্বাদ পাওয়া যায়। ব্রিসবেনে গ্রীষ্মকালে বজ্রঝড় ও প্রবল বর্ষণ সাধারণ ঘটনা। উত্তরাঞ্চলে ‘ওয়েট সিজন’ বা আর্দ্র মৌসুমে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়া অনেক সময়ই বেশ অনিশ্চিত হয়ে থাকে। এখানকার আবহাওয়ার আচরণ এতটাই পরিবর্তনশীল যে কখন বৃষ্টি শুরু হবে বা ঠিক কখন থেমে যাবে–তা আগে থেকে নির্ভুলভাবে বলা প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই মানুষ সাধারণত গুগল ওয়েদার বা বিভিন্ন অনলাইন আবহাওয়া পূর্বাভাসের ওপরই ভরসা করে দিন পরিকল্পনা করে।

এই অনিশ্চিত আবহাওয়ার কারণে অস্ট্রেলিয়ার অনেক এলাকায় একটি সাধারণ অভ্যাস গড়ে উঠেছে–মানুষ বাইরে বের হলে প্রায় সবসময়ই সঙ্গে ছাতা রাখে। কারণ, রোদ থেকে শুরু করে হঠাৎ বৃষ্টি–সবকিছুরই সম্ভাবনা থাকে। প্রচলিত একটি মজার কথাও রয়েছে–‘নারীর মন আর অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টির সময়–দুটোই আগে থেকে পুরোপুরি বোঝা যায় না।’

অস্ট্রেলিয়ার মানুষের কাছে বৃষ্টি অনেক সময় স্বস্তির বার্তা। দীর্ঘ খরা, দাবদাহ এবং ভয়াবহ দাবানলের পর বৃষ্টি সেখানে নতুন জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে। তবে অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টি সাধারণত মৌসুমি ধারাবাহিকতার চেয়ে বিচ্ছিন্ন আবহাওয়াজনিত ঘটনার মতোই বেশি অনুভূত হয়।

বাংলায় বর্ষা কেবল বৃষ্টি নয়। এটি ছয় ঋতুর অন্যতম প্রধান ঋতু।

আষাঢ়ের প্রথম মেঘ, শ্রাবণের টানা বর্ষণ, কদমফুলের সুবাস, নদীর ফুলে ওঠা জল, সবুজ ধানের ক্ষেত–সব মিলিয়ে বর্ষা বাংলার প্রকৃতিকে নতুন করে সাজায়। বর্ষার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হাজার বছরের।

বাংলার কৃষি ব্যবস্থার বড় অংশই বর্ষার ওপর নির্ভরশীল। ধান চাষ, মাছের প্রজনন, নদীর প্রবাহ, ভূগর্ভস্থ পানির পুনঃভরণ–সবকিছুতেই বর্ষার ভূমিকা অপরিসীম। বর্ষা ছাড়া বাংলার জীবন কল্পনা করা কঠিন।

বাংলার মানুষ তাই বৃষ্টিকে দেখে প্রিয়তমের মতো প্রিয় ঋতুর আগমন হিসেবে।

জানালার কাঁচে বৃষ্টি বনাম টিনের চালে বর্ষা

একটি বৃষ্টির দিন পৃথিবীর সব দেশে একইভাবে শুরু হলেও তার জীবনযাত্রা এক রকম নয়। অস্ট্রেলিয়ায় বৃষ্টি দিনের সাধারণ কর্মব্যস্ততাকে খুব বেশি বিঘ্নিত করতে পারে না। নির্ধারিত সময়েই ট্রেন আসে, অফিস খোলে, স্কুলে ক্লাস চলে, ক্যাফেতে মানুষের আনাগোনা থাকে। হাতে ছাতা কিংবা গায়ে রেইনকোট–এভাবেই মানুষ দিনের কাজ শেষ করে। বৃষ্টি সেখানে জীবনের ছন্দের একটি অংশ।

অস্ট্রেলিয়ার শহুরে জীবনে বৃষ্টি যেন এক নীরব ও পরিশীলিত বিষয়! কাঁচঘেরা অফিস, আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট, সুপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং উন্নত নগর অবকাঠামোর কারণে বৃষ্টির উপস্থিতি খুব একটা বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। এখানে বৃষ্টি শহরের গতিকে থামায় না বরং তার ভেতরেই মিশে থাকে এক ধরনের শান্ত শীতলতা। রাস্তাঘাট আর অন্দরের আলো-ছায়ার খেলায় বৃষ্টি এক নরম আবহ তৈরি করে, যা শহুরে জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও এক মুহূর্তের প্রশান্তি এনে দেয়।

এর বিপরীতে বাংলার বর্ষার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি জীবন্ত এবং অনুভূতিময়। এখানে বৃষ্টি শুধু দেখা যায় না–শোনা যায়, স্পর্শ নেওয়া যায় এবং সর্বোপরি পুরো পরিবেশকে বদলে দেয়। টিনের চালে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ, কাঁচা রাস্তার কাদা, পানিতে ভরা উঠান, পুকুরে পড়া বৃষ্টির ঢেউ আর ভিজে মাটির সেই চিরচেনা গন্ধ–সব মিলিয়ে বর্ষা এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুভবের নাম।

বাংলার মানুষ বৃষ্টিকে দূর থেকে দেখে না; তারা বৃষ্টির ভেতর দিয়ে হাঁটে, ভিজে যায়, অপেক্ষা করে আশ্রয়ের জন্য আর সেই ভেজা মুহূর্তগুলোর ভেতরেই গড়ে তোলে স্মৃতি। ভোর থেকেই আকাশের মুখ ভার থাকলে দিনের পরিকল্পনা বদলে যায়। কখন মাঠে যাওয়া হবে, কখন বাজারে বের হওয়া যাবে, কখন বৃষ্টি থামবে–এসব হিসাব দিনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। গ্রামের মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে কাজের সিদ্ধান্ত নেয়, শহরের মানুষ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির তীব্রতা মাপে। কোথাও স্কুল ছুটি হয়ে যায়, কোথাও অফিসফেরত মানুষ আশ্রয় নেয় কোনো চায়ের দোকানে। শিশুরা বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দ খুঁজে পায়, আর ঘরের ভেতরে ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা দিনের ক্লান্তিকে অন্য রকম প্রশান্তিতে বদলে দেয়। বর্ষা যেন দিনের গতিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেয়।

ফলে একই বৃষ্টি, দুই ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দুই রকম জীবন-অনুভূতি হয়ে ওঠে–একটি আধুনিক শহরের নিয়ন্ত্রিত নীরবতা, আরেকটি জীবনের ভেতরে মিশে থাকা প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বৃষ্টি

অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্য ও শিল্পে বৃষ্টি রয়েছে, তবে তা সাধারণত প্রকৃতির একটি অংশ বা বাস্তব জীবনের পটভূমি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। সেখানে বৃষ্টি কখনও শহুরে নিঃসঙ্গতা, কখনও দূরত্ব, কখনও বা পরিবেশের পরিবর্তন বোঝাতে প্রতীক হিসেবে আসে। তবে এটি খুব কমই কোনো জাতিগত বা সাংস্কৃতিক আবেগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। আধুনিক অস্ট্রেলীয় লেখকদের অনেকেই বৃষ্টিকে ব্যবহার করেন পরিবেশগত পরিবর্তন, জলবায়ুর অনিশ্চয়তা কিংবা প্রকৃতির কঠোর সৌন্দর্য বোঝাতে, যেখানে আবেগের চেয়ে বাস্তবতার প্রাধান্য বেশি।

তুলনায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বর্ষা এক গভীর, বহুমাত্রিক এবং আবেগঘন রূপে ধরা দেয়। এটি শুধু একটি ঋতু নয়–একটি অনুভব, একটি প্রতীক, এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষের অন্তর্জগতের ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ও সংগীতে বর্ষা এসেছে অসংখ্য রূপে। তাঁর গানে বর্ষা কখনও প্রেমের কোমল আবেশ, কখনও প্রকৃতির নীরব সুর, আবার কখনও মানুষের অন্তরের গভীর আকুলতার প্রকাশ। বাংলা ঋতুচক্রের বর্ণনায় বর্ষা তাঁর হাতে এক বিশেষ মাত্রা পায়, যেখানে প্রকৃতি ও মানবমন একসূত্রে গাঁথা হয়ে যায়।

কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় বর্ষা আরও প্রাণবন্ত, তীব্র ও গতিশীল। তাঁর কবিতা ও গানে বর্ষা কখনও প্রেমের উচ্ছ্বাসে ভেসে যায়, কখনও বিদ্রোহের আগুন জ্বালায়, আবার কখনও মানবিক আবেগের বিস্ফোরণ ঘটায়। তাঁর লেখায় বৃষ্টি যেন থেমে থাকা কোনো আবহাওয়া নয় বরং এক চলমান শক্তি।

জীবনানন্দ দাশ বর্ষাকে দেখেছেন আরও অন্তর্মুখী ও নীরব দৃষ্টিতে। তাঁর কবিতায় বর্ষা বাংলার প্রকৃতিকে ধীর, রহস্যময় এবং স্মৃতিময় করে তোলে। সেখানে বৃষ্টি শুধু দৃশ্য নয় বরং এক ধরণের 'মানসিক সময়'–যেখানে স্মৃতি, নিঃসঙ্গতা ও সৌন্দর্য একসঙ্গে মিশে যায়।

এছাড়াও বাংলা সংগীত ও লোকসংস্কৃতিতে বর্ষার উপস্থিতি অত্যন্ত শক্তিশালী। ভাটিয়ালি, বাউল গান এবং শাস্ত্রীয় সংগীতে বর্ষা প্রেম, বিরহ, অপেক্ষা ও পুনর্মিলনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে', 'এসো শ্যামল সুন্দর' কিংবা 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল'–এইসব সৃষ্টি শুধু গান বা কবিতা নয় বরং একটি সমষ্টিগত সাংস্কৃতির স্মারক।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলার বর্ষা কেবল আবহাওয়ার পরিবর্তন নয়; এটি একটি সাংস্কৃতিক ভাষা, যা সাহিত্য, সংগীত এবং মানুষের আবেগের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

বর্ষার অর্থনীতি

বৃষ্টি শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বাড়ায় না; এটি একটি দেশের অর্থনীতির গতিপথও অনেকাংশে নির্ধারণ করে। তবে সেই প্রভাব সব দেশে এক রকম নয়। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পার্থক্যের কারণে অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টি ও বাংলার বর্ষা মানুষের জীবনে ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করে।

অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘ সময় বৃষ্টি না হলে কৃষি, পশুপালন এবং জলাধারনির্ভর অঞ্চলগুলোতে এর প্রভাব দ্রুত অনুভূত হয়। খরার কারণে ফসলের উৎপাদন কমে যায়, গবাদিপশুর খাদ্যসংকট দেখা দেয় এবং অনেক এলাকায় পানি ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করতে হয়। তাই সেখানে একটি ভালো বৃষ্টি শুধু প্রকৃতিকে সতেজ করে না, কৃষক, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের মনেও স্বস্তি ফিরিয়ে আনে। অনেক অঞ্চলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবেও বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশে বর্ষার অর্থনীতি আরও বহুমাত্রিক। সময়মতো বর্ষা নামলে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে, আমন ধানের চাষে গতি আসে, নদী-খাল-বিল পানিতে ভরে ওঠে, মাছের প্রজনন বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। আবার অতিবৃষ্টি কিংবা দীর্ঘস্থায়ী বন্যা সেই আশাকেই মুহূর্তে দুশ্চিন্তায় বদলে দিতে পারে। ফসলের ক্ষতি, যোগাযোগব্যবস্থার বিঘ্ন, নদীভাঙন কিংবা জলাবদ্ধতার কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকায় বড় ধরনের প্রভাব পড়ে।

তাই বৃষ্টির দিকে তাকানোর দৃষ্টিও দুই দেশে ভিন্ন। অস্ট্রেলিয়ায় মানুষ অনেক সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা হিসাব করে, আর বাংলার মানুষ আকাশ দেখে ভবিষ্যতের ফসল, নদীর স্রোত কিংবা জীবিকার আশা-নিরাশার গল্প পড়ে। একই বৃষ্টির ফোঁটা এক দেশে অর্থনীতির স্থিতিশীলতার বার্তা নিয়ে আসে, অন্য দেশে তা আশীর্বাদ ও চ্যালেঞ্জ–দুইয়েরই প্রতীক হয়ে ওঠে। প্রকৃতির এই জলধারা তাই কেবল মাটি নয়, মানুষের জীবন, জীবিকা এবং অর্থনীতিকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে।

প্রবাসীর চোখে দুই আকাশ

একই বৃষ্টি, কিন্তু দুই দেশের আকাশে তার ভাষা আলাদা। অস্ট্রেলিয়ায় বৃষ্টি আসে অনেকটা নিয়ম মেনে–আধুনিক নগর ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে বৃষ্টি নামে নীরবে–যেন শহরের ব্যস্ততাকে ছুঁয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে যায়! এটি দৃশ্যমান, কিন্তু খুব বেশি ভাঙচুর করে না বরং পরিবেশের ভেতর এক ধরনের স্থিরতা তৈরি করে। ফুটপাতের সবুজ ঘাসেরা বৃষ্টিতে ভিজে যায়, নীরবে।

আর বাংলার বর্ষা যেন জীবন্ত এক উপন্যাস–যেখানে প্রতিটি ফোঁটা একটি গল্প বলে, প্রতিটি ঝাপটা একটি স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা বিকেল, টিনের ছাউনির নিচে উষ্ণতার খোঁজ আর বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়া অলস সময়–সবকিছু মিলিয়ে এক ভিন্ন জগৎ। কাদার মধ্যে ফুটবল-হাডুডু খেলা, কদমফুলের আর্দ্র মমতা, ভেজা স্কুলবেলা আর ছুটির পর দৌড়ে বাড়ি ফেরার গল্প বাঙালির স্মৃতির অপরিহার্য অংশ। বৃষ্টির দিনে ঘরে ঘরে বসে গল্পগুজবের আসর, যেখানে কথার ভেতর মিশে থাকে হাসিঠাট্টা, স্মৃতির কাটাছেঁড়া আর আপনজনের জন্য গহীনের টান। প্রিয়জনের স্মৃতিতে ভেসে বেড়ানো অদ্ভুত আবেশ, ফেলে আসা দিন আর ফিরে পাওয়া না-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা–এ সবই বর্ষায় চাওর হয় মনের অলিতে-গলিতে। এর মাঝেই থাকে মুখরোচক খাবার-দাবারের আয়োজন। হরেক রকমের ভাজাপোড়া, ভুনাখিচুড়ি, পিঠা কিংবা চায়ের ধোঁয়া–বর্ষার দিনগুলোকে আরও সুস্বাদু, আরও জীবন্ত করে তোলে।

অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টি তাই বর্তমানকে শান্তভাবে স্পর্শ করে আর বাংলার বর্ষা অতীতকে গভীরভাবে জাগিয়ে তোলে, আবেগের ভেতর ডুবিয়ে দেয়।

শেষকথা

বৃষ্টি পৃথিবীর সর্বজনীন ভাষা হলেও তার অর্থ সব জায়গায় এক নয়। অস্ট্রেলিয়ার আকাশে বৃষ্টি অনেক সময় প্রকৃতির প্রয়োজনীয় উপহার; বাংলার আকাশে বর্ষা একটি ঋতু, একটি সংস্কৃতি, একটি জীবনধারা। দুই দেশের মানুষই বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু সেই অপেক্ষার রূপ আলাদা। কোথাও বৃষ্টি জলাধার ভরায়, কোথাও বৃষ্টি কবিতা লেখায়। কোথাও তা দাবদাহ থেকে মুক্তি দেয়, কোথাও তা কদমফুল ফোটায়। তাই অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টি ও বাংলার বর্ষার তুলনা শেষ পর্যন্ত কেবল আবহাওয়ার তুলনা নয়; এটি দুই ভূগোল, দুই সংস্কৃতি এবং দুই ধরনের জীবনবোধের গল্প। আর সেই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে আকাশ থেকে নেমে আসা একই জল–যা ভিন্ন মাটিতে এসে ভিন্ন অর্থ ধারণ করে।

■ *লেখক: যুগ্ম পরিচালক, খুলনা অফিস*

আইন বিভাগে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ ফারুক আনামের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক উত্তম কুমার মোদকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য আইন কর্মকর্তা আবু মোঃ আমিমুল এহসান। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

এমপিডিতে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক দিলীপ কুমার দত্ত এর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (গবেষণা) মাহমুদ সালাহ্উদ্দিন নাসেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা) (গ্রেড-১) ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. ইমাম আবু সাঈদ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিদের ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ইএমডি-২ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২ এর অতিরিক্ত পরিচালক বিমল চন্দ্র দাসের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক মোঃ ফয়েজ আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

রংপুর অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

রংপুর অফিসের সুপারভাইজার (ক্যাশ) মনোরঞ্জন রায় এর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে ১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক মোঃ এমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলী মাহমুদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ দেওয়ান সিরাজ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট, ফুল ও উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়।

বগুড়া অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক (ক্যাশ) মোঃ জামাল উদ্দিনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৫ জুলাই ২০২৫ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক সরদার আল এমরানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিদর্শন) শবরী ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

সিলেট অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

সিলেট অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক (ক্যাশ) সতীশ চন্দ্র দাসের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্যোগে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে সিলেট অফিসে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (ব্যাংকিং) আব্দুস সালাম মাহমুদ এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশাসন ও পরিদর্শন) মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। অনুষ্ঠান বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট, ফুল ও উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়।

বিএসডি-১১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট-১১ এর অতিরিক্ত পরিচালক জি, এম, ছফেদ আলির অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৩ মে ২০২৬ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক মোঃ আলাউদ্দিন হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জহির হোসেন। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ইএমডি-২ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২ এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ আবুল হোসেনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জাবেদ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আলম। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

প্রকৃতির বুকে হলুদে-সবুজে মাখামাখি ক্যানভাস

শান্ত নদীতে জীবনের গল্প

মেঘের ডমরু ঘন বাজে...

আলোকচিত্রী: মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, উপপরিচালক, ডিসিপি, প্র.কা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর পরিচালক (এক্স-ক্যাডার প্রকাশনা) সাঈদা খানম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৯৫৩০৩০০; ই-মেইল : sayeda.khanam@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে: জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৪১-৪২, ইসলামপুর রোড (আদেল কমপ্লেক্স), ঢাকা-১১০০।